বাংলাবুক পরিবেশিত

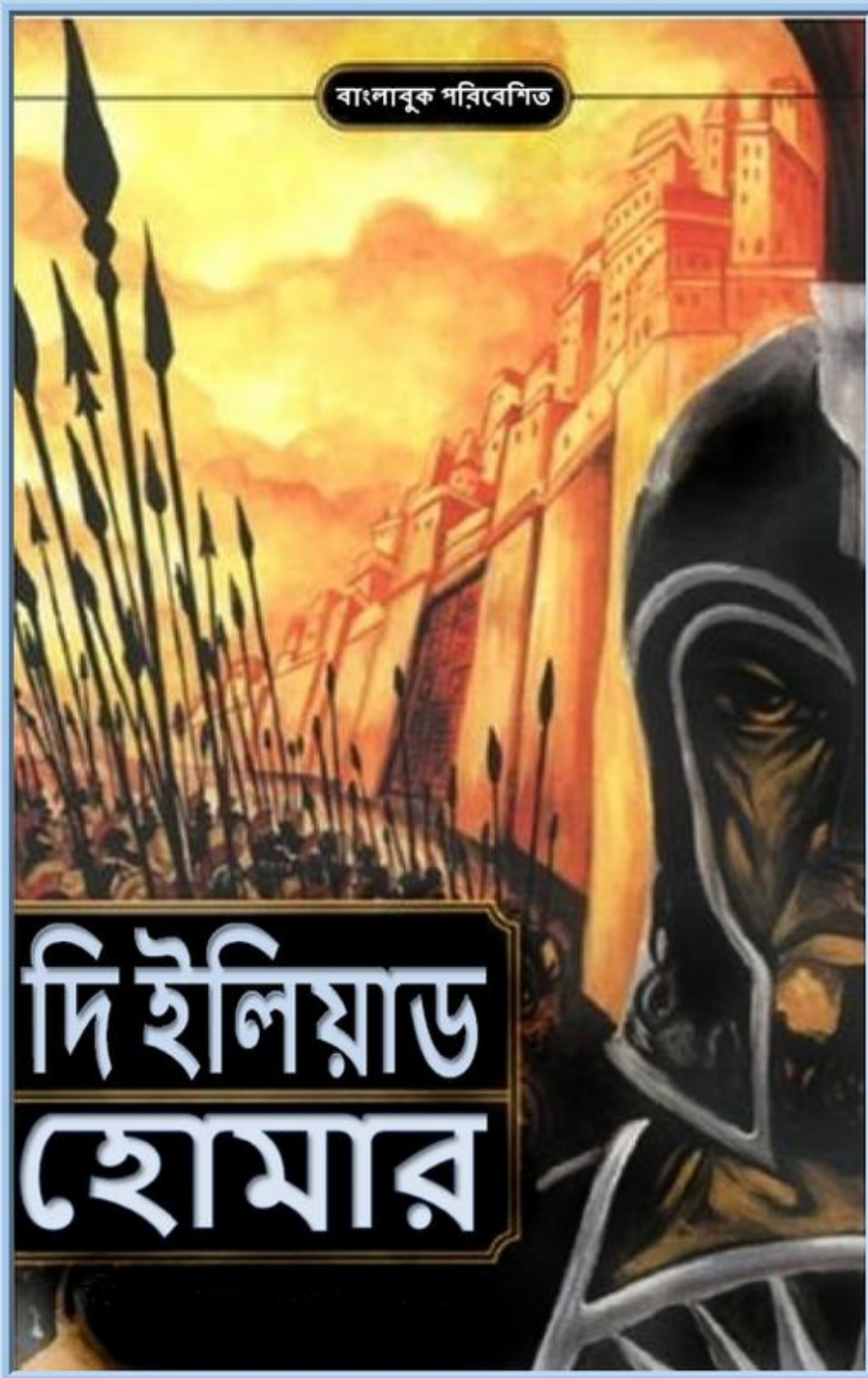

দি ইলিয়াড

হোমার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দি ইলিয়াড

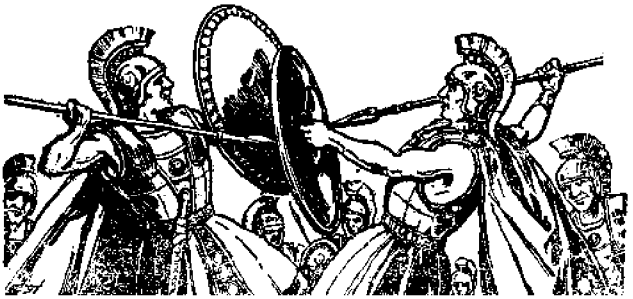

হোমার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখক-পরিচিতি

ইওরোপের দক্ষিণে ছোট্ট একটা দেশ। নাম তাঁর গ্রীস। এই দেশে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় হাজার বছর আগে একজন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাম তার হোমার।

জগৎ-জোড়া তাঁর নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। এই অন্ধ অবস্থাতেই তিনি দু'খানি মহাকাব্য রচনা করে গেছেন।

এই দুই মহাকাব্যের নাম 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'।

হোমারের জন্মাবার আগেই গ্রীসদেশে স্পার্টা ও ট্রয়বাসীদের মধ্যে এক বিরাট যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধ বহুদিন ধরে চলে।

সেই যুদ্ধের কাহিনী হোমারের সময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

মহাকবি হোমার সেই কাহিনী অপূর্ব ছন্দে গেঁথে দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেন।

এই দুটি কাব্যগ্রন্থই ইলিয়াড ও ওডিসি।

এত বড়ো কবি, কিন্তু জীবন তাঁর কি দুঃখেই না কেটেছিল! একে অন্ধ, তার ওপর অতি দরিদ্র।

বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে জরায় জীর্ণ হয়ে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর দিন কাটত! কোনদিন আহার জুটত, কোনদিন জুটত না। কিন্তু তবুও কবির কণ্ঠ নীরব হয়নি। কাব্য রচনা করে চলেছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীবাসীকে যে দুটি কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন, তা সাহিত্যে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ইলিয়াড

এক

হাজার হাজার বছর আগেকার কাহিনী।

গ্রীস দেশের একটি ছোট্ট শহরের নাম স্পার্টা।

স্পার্টার রাজা ছিলেন টিণ্ডারিউস।

তাঁর রানীর নাম ছিল লিডা।

রাজা টিণ্ডারিউস ও রানী লিডার চারিটি সন্তান। দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

ছেলে দুটির নাম ক্যাস্টর আর পলিডিউসেস।

মেয়ে দুটির নাম ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা আর হেলেন।

মাইসিনীর রাজার ছেলে অ্যাগামেম্‌ননের সঙ্গে ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার বিয়ে হয়েছিল আর ছোট মেয়ে হেলেনের তখনও বিয়ে হয়নি।

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত রমণী জন্মেছে তার মধ্যে বোধ হয় হেলেনের চেয়ে সুন্দরী আর কেউ জন্মায়নি।

যে রাজকুমারই তাঁকে দেখত, সেই চাইত হেলেনকে বিয়ে করতে।

ফলে এমন হোল যে রাজকুমারগণ পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হোল এবং শপথ করল যে হেলেন যাকেই বিয়ে করবে তাকেই তারা খুন করবে আর হেলেনও রেহাই পাবে না।

হেলেনের বাবা রাজা টিণ্ডারিউস মহা মুশকিলে পড়লেন।

শেষকালে কি মেয়ের বিয়ে হবে না।

তখন তিনি ভেবেচিন্তে একটা মতলব ঠিক করলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন যে হেলেন স্বয়ংবরা হবে। যার গলাতেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেন মালা দেবে সেই হবে তার স্বামী আর যদি কেউ হেলেনকে চুরি করে তাহলে অন্যান্য রাজকুমারদের হেলেনকে ফিরিয়ে আনবার শপথ নিতে হবে।

এ প্রস্তাবে সকল রাজকুমারই রাজী হোল।

হেলেন রাজা অ্যাগামেম্‌ননের ভাই মেনেলাউসের গলায় মালা দিলেন।

উভয়ের খুব জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল।

কেউ আর আপত্তি করলে না।

এদিকে রাজা টিণ্ডারিউস বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। রাজ্যচালনা করা তাঁর আর সম্ভব হচ্ছে না। তিনি জামাতা মেনেলাউসের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে অবসর নিলেন। মেনেলাউস আর তার পরমা-সুন্দরী স্ত্রী হেলেন স্পার্টায় রাজত্ব করতে লাগল।

* * *

স্পার্টার পূর্বদিকে ইজিয়ান নামে একটা সমুদ্র আছে। সেই নীল সমুদ্রের পরপারে, স্পার্টা থেকে বহু দূরে ট্রয় নামে এক নগরী।

এই নগরীর রাজা যেমনি ধনী, তেমনি শক্তিশালী। অতুল ঐশ্বর্যশালী এই রাজার নাম প্রায়াম।

তাঁর বড় ছেলের নাম হেক্‌টর।

প্রায়ামের রানী হেকিউবার যখন দ্বিতীয় সন্তান সম্ভাবনা, তখন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন।

তিনি দেখলেন যে ট্রয় নগরী পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ট্রয়ের সর্বত্র শুধু আগুন আর আগুন! আগুনের লেলিহান জিহ্বা আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে।

BanglaBook.org

এই স্বপ্নের কথা সকলকে জানানো হলে, বিজ্ঞজনেরা বললেন যে সন্তান জন্মাবে, সে হবে ট্রয়ের মহা বিপদের কারণ।

যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান জন্মাল, কিন্তু অমন সুন্দর শিশুকে দেখে কেউ হত্যা করতে ইচ্ছুক হোল না।

রাজা প্রায়াম নিজে শিশুটিকে শহর থেকে নিয়ে গিয়ে বনভূমিতে আচ্ছন্ন এক পাহাড়ের ওপরে বিসর্জন দিলেন। পাহাড়টির নাম আইডা।

পরিত্যক্ত শিশুটির কান্না শুনে এক মেষপালক ছুটে এলো আর তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের সন্তানের মত পালন করতে লাগল। সে শিশুটির নাম দিল প্যারিস।

এইভাবে প্যারিস মেষপালকের সরল জীবনযাত্রায় গড়ে উঠতে লাগল।

কোনদিনই সে জানতে পারলে না যে সে রাজার ছেলে আর তার বাবা ট্রয় নগরীর বিখ্যাত রাজা প্রায়াম।

এদিকে প্যারিস মেষপালকের গৃহে বড় হতে লাগল।

যতই দিন যেতে লাগল, ততই তার রূপ সুন্দর হতে সুন্দরতর হোল।

তার দীর্ঘ সুন্দর চেহারা দেখে আশেপাশের গ্রামবাসীরা তার খুব সুখ্যাতি করত।

যখন সে যুবক, তখন মিরমিডনস-এর রাজা পেলিউসের সঙ্গে থেটিস নামে সমুদ্র-দেবীর বিয়ে হোল।

এই বিয়েতে খুব জাঁকজমক হয়েছিল।

যেখানে যত দেব-দেবী ছিলেন সবাই এ বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন। দেবতারা থাকতেন অলিম্পিয়াস নামে পাহাড়ে।

দেবরাজ জিউস ও তাঁর স্ত্রী হেরাও এসেছিলেন এই বিয়েতে। বিদ্যাদেবী অ্যাথেনী ও সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোডাইটেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু একমাত্র যুদ্ধদেবী এরিস নিমন্ত্রিত হননি।

তাই তাঁর খুব রাগ হোল, অপমানিতও বোধ করলেন। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে একটা মতলব ঠিক করলেন।

ভোজসভায় যখন সমস্ত নিমন্ত্রিত অতিথিগণ আহারে বসেছিলেন, তখন তিনি টেবিলের ওপরে একটা সোনার আপেল অলক্ষ্যে ফেলে দিলেন।

আপেলের ওপরে লেখা ছিল ঃ

"পৃথিবীর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মহিলার প্রাপ্য।"

হেরা, অ্যাথেনী ও অ্যাফ্রোডাইট তিনজনেই সুন্দরী। তাই তিনজনেই আপেলটি গ্রহণ করবার জন্যে দাবি করলেন, তার ফলে তিনজনের মধ্যে বাধল প্রচণ্ড কলহ।

কলহ যখন খুব ঘনিয়ে উঠেছে, সেই সময় দেবরাজ জিউস মধ্যস্থ হয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন।

তিনি দেবদূত আইরিসকে ডেকে বললেন ঃ মাউন্ট আইডায় যাও, সেখানে প্যারিস নামে একজন মেষপালকের সঙ্গে দেখা করে সেই সোনার আপেলটা দেবে আর বলবে যে, যে দেবীকে সে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে করবে, তাকে যেন এই আপেলটি দেয়।

আইরিস চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায়।

পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যারিস তার মেষগুলি নিরীক্ষণ করছে, এমন সময় চারিদিক আলোয় আলোয় ভরে উঠল।

তিনজন দেবী রূপের আলোয় চারিদিক্ আলোকিত করে প্যারিসের সামনে দাঁড়ালেন।

দেবতাদের রানী হেরাই প্রথম কথা বললেন ঃ

প্যারিস, আমাকে আপেলটি দাও। অবশ্য তুমি জান না যে তুমি রাজার ছেলে। কিন্তু তবুও আমি তোমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী রাজা করে দোব।

BanglaBook.org

প্যারিস হেরাকেই আপেলটি দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় অ্যাথেনীর কণ্ঠস্বর শুনে সে থেমে গেল।

অ্যাথেনী বললেন :

—আমি তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিদ্বান্ করে দোব। তুমি বিশ্ববিখ্যাত হবে। তোমাকে সবাই ভালবাসবে, তোমাকে সবাই প্রশংসা করবে।

একথা শুনে প্যারিসের মনটা টলে উঠল। সে ভাবলে অ্যাথেনীকেই আপেলটি দেবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দেবী অ্যাফ্রোডাইট হাসতে হাসতে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তেমনি হাসতে হাসতেই তিনি বললেন :

প্যারিস, আমাকে আপেলটি দিলে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সুন্দরী মহিলাকে তুমি বিয়ে করতে পারবে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বউকে কি তুমি চাও না?

একটুও দ্বিধা না করে প্যারিস আফ্রোডাইটকেই আপেলটি দিয়ে দিলে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে।

মেষপালকের শান্তিময় জীবনযাত্রা প্যারিসের আর ভাল লাগছিল না।

দেবতাদের রানী হেরার কাছে সে শুনেছিল তার জীবন-বৃত্তান্ত। তাই সে ট্রয় নগরে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে সে তার বাবা প্রায়াম আর মা হেকিউবার কাছে আত্মপরিচয় দিলে।

এ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সন্তানকে মৃত বলেই জানতেন। এখন সেই হারান নিধি পেয়ে তাঁদের আর আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

রাজপ্রাসাদে মহা ধুমধাম পড়ে গেল।

BanglaBook.org

প্রায় মাসখানেক ধরে রাজ্যের মধ্যে চলল উৎসব আর আমোদ-প্রমোদ।

আনন্দের উত্তেজনা কমে এলে রাজা প্রায়াম ছেলের বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন।

তখন প্যারিসের মনে পড়ল দেবী অ্যাফ্রোডাইটের বরের কথা। তাঁর স্ত্রী হবে পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেরকম রমণী!

ঠিক হোল প্যারিস পৃথিবীময় একবার খুঁজে দেখবে।

ভাইদের নিয়ে সে আবার গেল আইডার পাহাড়ে। সেখানে আছে ঘন বন আর বড় বড় গাছ।

জাহাজ তৈরি করবার জন্যে সেই সব গাছ কাটা হোল এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিরাট্ বিরাট্ জাহাজ তৈরী হয়ে গেল।

যাত্রার পূর্বে তার বোন ক্যাসাণ্ড্রা এসে হাজির হোল প্যারিসের কাছে। সে বললে:

—ভাই, তুমি জাহাজে করে যাত্রা কোরো না। আমার মন বলছে তোমার এই যাত্রা সুখের হবে না। ভবিষ্যতে তোমার জন্যে ট্রয়বাসীদের অনন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি আমার কথা শোন। যেও না।

এ কথায় প্যারিস হেসে উঠল। বললে:

হায় রে! মেয়ে মানুষের মন।

তারপর একদিন প্যারিস বহু লোকজন নিয়ে নীল সমুদ্রের বুকে জাহাজে করে পাড়ি দিলে।

ধীরে ধীরে ট্রয় নগরের তটরেখা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলল।

শেষে একদিন প্যারিসের জাহাজ এসে ভিড়ল স্পার্টার বন্দরে।

BanglaBook.org

স্পার্টার রাজা মেনেলাউস যখন শুনলেন যে প্যারিস তাঁর দেশে এসে পৌঁছিয়েছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে প্যারিসকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন।

তিনি প্যারিসকে জাহাজ সমুদ্রতীরে নোঙর করে রাখতে অনুরোধ করলেন আর তাঁকে সসম্মানে অতিথিরূপে নিয়ে এলেন তাঁর প্রাসাদে।

প্রাসাদে থাকবার সময় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্যারিসের সঙ্গে হেলেনের হোল পরিচয়।

তাকে দেখেই প্যারিস বুঝলে এই সেই রমণী যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী।

আরও কিছুদিন কেটে গেল।

এমন সময় রাজকাজে মেনেলাউসকে ক্রীট দ্বীপে যেতে হোল।

তিনি জাহাজ সাজিয়ে ক্রীট দ্বীপে রওনা হলে প্যারিস হেলেনকে তার প্রেম নিবেদন করলে এবং মেনেলাউসের সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে তাঁকে ট্রয় জাহাজে চলে আসতে রাজী করালে।

তারপর মেনেলাউস ফিরে আসবার আগেই প্যারিস হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ে ফেরবার জন্যে জাহাজের নোঙর তুললে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দুই

হেরা আর অ্যাথেনী প্যারিসকে জব্দ করবার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন।

এবার একটা সুযোগ মিলল।

অ্যাফ্রোডাইটকে সোনার আপেল দেবার অপমান তো তাঁরা সহজে ভুলবেন না।

তাই দেবদূত আইরিসকে ডেকে তাঁরা বললেন:

—আইরিস, তুমি ক্রীট দ্বীপে রাজা মেনেলাউসকে গিয়ে জানাও যে তাঁর স্ত্রী ও ধনরত্ন চুরি গেছে।

সংবাদ শুনে মেনেলাউস আর স্থির থাকতে পারলেন না। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

প্রাসাদে ফিরে দেখলেন তাঁর ধনরত্ন সব চুরি গেছে। আর হেলেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেলেনকে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁকে নিয়ে তিনি কত সুখী ছিলেন! তাঁর মনে হোল হয় তিনি হেলেনকে ফিরিয়ে আনবেন আর নয়তো আত্মহত্যা করবেন।

কিন্তু ট্রয় থেকে হেলেনকে ফিরিয়ে আনবেন কি করে?

সহজে প্যারিস তাকে ছেড়ে দেবে না। যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কিন্তু ট্রয় তো খুব কাছে নয়। সে যে সমুদ্রের পরপারে অনেক দূরের দেশ।

আর তাছাড়া প্রায়াম খুব শক্তিশালী রাজা। তাঁর অজস্র সৈন্য। সৈন্যদের মধ্যে অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা আছেন।

BanglaBook.org

অনেক ভেবেচিন্তে শেষে মেনেলাউস স্থির করলেন যে তিনি তাঁর বড় ভাই অ্যাগামেম্ননের সঙ্গে পরামর্শ করতে মাইসিনীতে যাবেন।

মাইসিনীর প্রাসাদে যখন মেনেলাউস পৌঁছোলেন তখন তিনি দেখলেন যে তাঁর ভাই পাইলসের রাজা নেস্টরের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

নেস্টর ছিলেন খুব বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি।

উভয়েই মেনেলাউসের কথা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

নেস্টর হেলেনকে খুব ভালভাবেই জানতেন। তাই মেনেলাউসের দুঃখে তিনি গভীর সহানুভূতি জানালেন।

তিনি বললেন: আমি একবার সমস্ত রাজকুমারদের কাছে গিয়ে তাদের জানাব তারা হেলেনের বাবার কাছে কি প্রতিশ্রুতি করেছিল।

অ্যাগামেম্নন বললেন: কিসের প্রতিশ্রুতি?

—মনে পড়ছে না? তারা বলেছিল যদি হেলেনকে কেউ অপহরণ করে, তাহলে তার উদ্ধারের জন্যে তারা সবাই প্রাণ বিসর্জন দেবে।

—তবে আপনি তাই যান! সকলকে গিয়ে সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসুন।

এ খবর যখন গ্রীসের রাজকুমারগণ জানতে পারলেন তখন তাঁরা সবাই জাহাজ ও লোকজন দিয়ে মেনেলাউসকে সাহায্য করতে রাজী হলেন।

BanglaBook.org

চারিদিকে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

সমুদ্রের তীরে অলিস নামে এক বিশাল প্রান্তর।

সেই প্রান্তরে এসে হাজার হাজার সৈন্য জড়ো হোল।

এই বিশাল সেনাবাহিনী দেখে রাজা অ্যাগামেম্ননের বুক গর্বে ভরে উঠল।

সকল রাজকুমারই উপস্থিত।

বড় বড় সব রাজারাও এসেছেন।

গ্রীক বীরগণ তাঁদের লোকজন নিয়ে পৌঁছে গেছেন।

কিন্তু এই সব বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই বিখ্যাত যোদ্ধা অ্যাকিলিসও উপস্থিত।

এই অ্যাকিলিস ছিলেন মারমিডনদের রাজা।

তখনকার দিনে সারা পৃথিবীতে এত বড়ো বীর আর কেউ ছিল না।

আর তিনি ছিলেন প্রায় অমর।

তাঁর বাবার নাম পেলিউস আর মা হচ্ছেন সমুদ্রদেবী থেটিস।

অ্যাকিলিস যখন মাত্র শিশু তখন তাঁর মা জানতে পারলেন যে তাঁর পুত্র যুদ্ধে মারা যাবে।

তাই শিশু অ্যাকিলিসকে নিয়ে তিনি পাতালের বিরাট্ স্টিক্সের কাছে নিয়ে গেলেন।

তার বাম গোড়ালিটা ধরে মা থেটিস তাকে নদীর জলের ওপরে রাখলেন।

নদীর জল যখন শিশুর শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, তখন সে হয়ে গেল অমর।

মানুষের কোন অস্ত্রই আর তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু বাম গোড়ালির যেখানটা ধরে তার মা তাকে নদীর জলে ডুবিয়েছিল, সেইখানটায় যদি কোন অস্ত্র বিদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্য তাকে মরতে হবে।

BanglaBook.org

তবে বাম গোড়ালিতে আহত হবার সম্ভাবনা অনেক কম, তাই অ্যাকিলিস আজ পর্যন্ত কোনও যুদ্ধে আহত হন নি! তিনি অপরাজেয় আছেন।

এ হেন অ্যাকিলিস যখন এলেন, তখন সৈন্যদের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল।

আর একজন মহাবীরও এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তাঁর নাম ওডিসিউস।

ওডিসিউস ছিলেন ইথাকার রাজা।

তাঁর সৈন্যবলও অনেক।

তবে প্রথম দিকে তিনি অবশ্য আসতে চাননি। তখন তিনি সবেমাত্র কিছুকাল হোল বিয়ে করেছেন। স্ত্রী পেনিলোপি আর শিশু টেলিমেকাসকে নিয়ে তিনি খুব সুখে দিনযাপন করছেন।

কোথায় ইথাকা, আর কোথায় ট্রয়।

এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একটা ভিন্‌দেশে যুদ্ধ করতে তাঁর কিছুতেই মন সরল না।

তিনি পাগল সেজে রইলেন।

যাতে সকলেই ভাবে যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন, সেজন্যে সমুদ্রের বালুময় তীরের ওপর তিনি একজোড়া বলদ নিয়ে লাঙ্গল দিতে লাগলেন।

সকলেই ভাবতে লাগল ওডিসিউস পাগল হয়ে গিয়েছে। তা না হলে কেউ আবার বালির ওপরে লাঙ্গল দেয়?

কিন্তু একজন রাজার কেমন সন্দেহ হোল।

তিনি শিশু টেলিমেকাসকে নিয়ে লাঙ্গলের সামনে ফেলে দিলেন।

ওডিসিউস সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল থামিয়ে ফেললেন।

নিজের ছেলেকে তো আর তিনি হত্যা করতে পারেন না?

অমনি সব জানাজানি হয়ে গেল যে ওডিসিউস সত্যিই পাগল নয়।

BanglaBook.org

তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই অলিসের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগদান করতে হোল।

এইভাবে যখন সকল রাজা আর রাজন্যবর্গের সৈন্যদল জমায়েত হোল, তখন তাঁরা সবাই জাহাজে করে সমুদ্রের পরপারে ট্রয় নগরীর দিকে যাত্রা করলেন।

ট্রয়ের কাছেই ছিল একটি ছোট দ্বীপ।

দ্বীপটির নাম টেনিডস।

গ্রীকগণ এই দ্বীপে পৌঁছিয়ে স্থির করলেন যে, তাঁরা এখানে কিছুকাল অবস্থান করবেন। আর মেনেলাউস যাবেন ট্রয়দেশে, হেলেন ও অপহৃত ধনরত্নাদি ফিরিয়ে আনবার জন্যে।

মেনেলাউস তাঁর সঙ্গে অবশ্য ওডিসিউসকে নিলেন, কারণ গ্রীকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী।

যথাসময়ে ওডিসিউস ও মেনেলাউস ট্রয়ে এসে পৌঁছলেন।

একজন সম্ভ্রান্ত ট্রয়বাসী অ্যান্টিনর তাঁদের রাজোচিত অভ্যর্থনা করে জানালেন যে, রাজা প্রায়াম মেনেলাউসকে অবশ্যই হেলেনকে ফিরিয়ে দিতে চান, কিন্তু প্যারিসকে কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছে না।

ওডিসিউস অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলে তাঁদের বোঝালেন আর মেনেলাউস হেলেনকে ফিরে পাবার জন্যে অনেক কাতরভিক্ষা জানালেন। কিছু ফল হোল না। বরং প্যারিস ও তার দলের লোকেরা এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা আর গুরুজনরা যদি বাধা না দিতেন তাহলে হয়তো তারা ওডিসিউস ও মেনেলাউসকে হত্যা করতো।

অতঃপর হতাশ হয়ে মেনেলাউস আর ওডিসিউস টেনিডসের গ্রীক শিবিরে ফিরে এলেন।

একমাত্র ট্রয় অবরোধ করা ছাড়া হেলেনকে ফিরে পাবার সকল আশাই তাঁদের ত্যাগ করতে হোল।

BanglaBook.org

কিন্তু ট্রয় অধিকার করে হেলেনকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা অতি কঠিন কাজ।

গ্রীক শিবিরে চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

তাহলেও উভয়পক্ষই বুঝতে পারলে, যুদ্ধ অনিবার্য। বিনাযুদ্ধে হেলেনের উদ্ধার সম্ভব নয়।

এ অবস্থায় ট্রয়বাসীরাও চুপ করে ছিল না। তাদের গুপ্তচর যখন এসে সংবাদ দিলে যে একটা বিরাট্ গ্রীক বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার উপক্রম করছে, তখন তারা বন্ধুস্থানীয় সকল রাজাদের সাহায্যের জন্য আবেদন জানালো।

ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বীর ও সাহসী ছিলেন রাজা প্রায়ামের বড় ছেলে হেক্টর।

আর ছিল তাঁর জ্ঞাতিভাই ঈনিয়াস ও দেবী অ্যাফ্রোডাইট।

সমুদ্রদেবতা পোসাইডনের ছেলে সিকনাস ছিলেন দৈত্য। তিনি মহাবলশালী। তিনিও ট্রয় দেশবাসীকে সাহায্য করবার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন।

এ ছাড়া আরও অনেকে ছিলেন।

সুদূর উত্তর থেকে এসেছিল থ্রেসবাসিগণ।

আর দক্ষিণ দিক্ থেকে এসেছিল লিসিয়ানগণ। লিসিয়ানদের রাজা শার্পডন স্বয়ং দেবরাজ জিউসের পুত্র। তিনি অমিত পরাক্রমশালী ছিলেন।

ইথিওপিয়ার রাজা মেম্ননের কাছেও দূত পাঠান হোল গ্রীকদের আক্রমণের সংবাদ জানিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হোল।

কিন্তু তাঁর দেশ ট্রয় থেকে বহু বহু দূরে।

তাই তিনি ঠিক বলতে পারলেন না সাহায্য করা সম্ভব হবে কিনা।

BanglaBook.org

এইভাবে ট্রয় প্রস্তুত হোল।

টেনিডস দ্বীপ থেকে গ্রীক সৈন্য যখন মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করলে, তখন ট্রয় সেনাবাহিনী যুদ্ধার্থে ব্যূহরচনা করে অবস্থান করছে।

গ্রীকরা প্রথমটা একটু বিস্মিতই হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, যুদ্ধ আরম্ভ হতে বিশেষ দেরি হোল না।

আর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হোল, তখন সেই ভয়ংকর যুদ্ধ দেখবার জন্যে অলিম্পাস পর্বতের সকল দেবতাই জড়ো হলেন।

প্রথম দিকে হেক্টর আর সিকনাস গ্রীকদের কচুকাটা করতে লাগলেন। হাজারে হাজারে গ্রীক এই দুই বীরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হোল।

গ্রীকদের অবস্থা খুব শোচনীয়।

আহত ও নিহতের সংখ্যায় সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ভরে গেছে।

গ্রীকগণ কি করবেন যখন ঠিক বুঝতে পারছেন না, ঠিক সেই সময় রথ চালিয়ে অ্যাকিলিস যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

সিকনাস তখন কাতারে কাতারে গ্রীক সৈন্য হত্যা করে চলেছে।

অ্যাকিলিস তখন তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করলেন।

সিকনাস দেবতার পুত্র। মানুষের কোন অস্ত্রেই তাঁর মৃত্যু নেই। তাই অ্যাকিলিসের বর্শা তাঁকে আহত করতে পারলে না।

বার বার অ্যাকিলিস তাঁর বর্শা দিয়ে সিকনাসকে আঘাত করলেন, কিন্তু সিকনাসের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়ল না।

এদিকে তিনি গ্রীকদের সমানে হত্যা করে চলেছেন।

অ্যাকিলিস রাগে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন।

BanglaBook.org

তিনি বর্শা ও তরবারি ফেলে দিয়ে সিকনাসকে দুই হাতে চেপে ধরলেন।

তাঁর মুখের থেকে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে দুই হাতে তাঁর গলাটা চাপতে থাকলেন। এত জোরে সিকনাসের গলাটা তিনি চেপে ধরলেন যে, তিনি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলেন।

অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্রদেবতা পোসাইডন তাঁর ছেলের এই হত্যার দৃশ্য লক্ষ্য করছিলেন।

তাই যখন সিকনাসের দেহটা অ্যাকিলিস তাঁর রথে তোলবার জন্যে ফিরলেন, তখন তিনি দেখলেন যে দৈত্যের দেহটা নেই, শুধু তাঁর বর্শাটা মাটির ওপর পড়ে রয়েছে।

সিকনাসের মৃতদেহ অদৃশ্য!

ঠিক তাঁর মাথার ওপরে একটা বন্য রাজহাঁস ডেকে উঠতেই অ্যাকিলিস পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন।

সমুদ্রদেবতা তাঁর পুত্র সিকনাসকে রাজহাঁসে পরিণত করেছিলেন।

তাই এখনও গ্রীকরা রাজহাঁসকে 'সিকনাস' বলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তিন

সিকনাসের মত বিরাট দৈত্যকে হত্যা করে অ্যাকিলিস গ্রীকদের মধ্যে অপূর্ব খ্যাতি অর্জন করলেন।

কিন্তু ট্রয় সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ ভয় দেখা গেলো।

এমন কি ট্রয় সেনাপতিরাও ভীতিগ্রস্ত।

তখনকার দিনে শহরগুলি শত্রুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত।

ট্রয় সৈন্যরা সেই দেওয়ালের ভেতর ঢুকে পড়ল, বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে সাহসী হোল না।

তাদের মনে অ্যাকিলিস এমনি ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

দেওয়ালের বাইরে যখন কোন ট্রয়বাসীকে দেখা গেল না, তখন গ্রীকরা অনেক জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল।

ওডিসিউস ছিলেন বিচক্ষণ রাজা।

তাঁর পরামর্শমত গ্রীকগণ তাঁদের শিবিরের চারপাশে একটা বিরাট্ দেওয়াল গাঁথলেন আর তার মধ্যে পাঁচটা বড় বড় ফটক রাখা হোল।

দেওয়ালের বাইরে একটা গভীর পরিখাও কাটা হোল।

এইভাবে সুরক্ষিত হয়ে তাঁরা ট্রয় দেশের অন্যান্য শহর আক্রমণ করতে লাগলেন।

এই সব শহরের মধ্যে লারনিসাস নামে এক শহর ছিল।

অ্যাকিলিস সেই শহরটা অধিকার করে সেখানকার একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করলেন। মেয়েটির নাম ব্রিসিস।

অ্যাগামেম্ননও পিছিয়ে রইলেন না।

BanglaBook.org

ক্রিসিস নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে তিনিও তাঁকে বিয়ে করলেন।

কিন্তু ক্রিসিস ছিল সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর পুরোহিত ক্রাইসেসের কন্যা।

এ বিয়েতে তাঁর মত ছিল না।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি অ্যাগামেম্ননের কাছে এসে কন্যাকে ফেরত চাইলেন।

বিনিময়ে দিতে চাইলেন তাঁর জীবনের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ্।

কিন্তু অ্যাগামেম্নন মেয়েটিকে ছাড়তে রাজী হলেন না।

ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি বৃদ্ধ পুরোহিতকে গালিগালাজ করলেন এবং গ্রীক শিবির অবিলম্বে ত্যাগ করে না গেলে তাঁকে হত্যা করা হবে জানালেন।

হতভাগ্য ক্রাইসেস চোখের জল ফেলতে ফেলতে গ্রীক শিবির ত্যাগ করলেন।

তারপর বাইরে এসে আকাশের দিকে জোড়হাত তুলে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোকে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা জানালেন।

সূর্যদেবের পুরোহিত তিনি।

তাই সূর্যদেব তাঁর প্রার্থনা শুনলেন।

গ্রীক শিবিরে ভয়াবহ আতঙ্ক!

তাদের ঘোড়াদের মধ্যে মড়ক লাগল।

রোজ শত শত ঘোড়া মরতে লাগল।

কোনও পশু-চিকিৎসকই রোগ ধরতে পারল না।

রোজই ঘোড়াগুলো মরছে।

গ্রীক সেনাপতি ও রাজারা বিষণ্ণ ও চিন্তান্বিত। রোগের কারণ কেউ নির্দেশ করতে পারছে না।

এই ভাবে ন দিন কেটে গেল!

BanglaBook.org

নিরুপায় হয়ে সকলে দেখছে একে একে ঘোড়াগুলি মরছে।

শেষে দশদিনের দিন অ্যাকিলিস গ্রীকদের এক পরামর্শ সভা ডাকলেন।

এই সভায় সকল গ্রীকরাজাই উপস্থিত হলেন। রাজা অ্যাগামেম্ননও এলেন।

ক্যালক্যাস নামে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

—তুমি যদি আমাকে নির্ভয় দাও, তাহলে তোমাকে আমি একটি কথা বলতে পারি। অ্যাপোলো দেব কেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আর কেনই বা মড়ক লেগেছে আমি তা সর্বসমক্ষে জানাতে চাই। তবে তুমি যদি আমার জীবন রক্ষার দায়িত্ব না নাও, আমি কোন কথা বলতে সাহস করব না, কারণ আমার কথায় আমাদের বীরদের রাগ হবে এবং তারা আমাকে হত্যা করবে।

অ্যাকিলিস বললেন :

—আপনার কোন ভয় নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমি তাকে হত্যা করব। আপনি বলুন।

তখন ক্যালক্যাস আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

—অ্যাপোলো দেব আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন কেন জানেন? রাজা অ্যাগামেম্নন তাঁর পুরোহিতের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। যতক্ষণ না পুরোহিতের কন্যাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি শান্ত হবেন না। তাছাড়া অ্যাপোলো দেবের নামে একশতটি বলদ বলি দেওয়া চাই, তবেই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। একমাত্র এইভাবেই আমরা অ্যাপোলো দেবকে সন্তুষ্ট করতে পারি।

BanglaBook.org

এ কথা শুনে অ্যাগামেম্নন ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। ক্যালক্যাসের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি চিৎকার করে বললেন :

—ওরে শয়তান, তোর একথা হিংসার কথা। তবুও আ...ক
...দের স্বার্থের জন্যে, দেশের জন্যে ক্রিসিসকে ছেড়ে দিতে রাজী
ছি। কিন্তু তার বদলে আমি আর একজনকে চাই। সকল গ্রীকই
কোন না কোন পুরস্কার পেলে, আর আমি কিছুই পাব না এ তো
হতে পারে না।

এ কথার উত্তর দিলেন অ্যাকিলিস :

—হে রাজন, আপনি উচ্চবংশে জন্মালেও আপনি সবচেয়ে লোভী। গ্রীকরা আপনার জন্যে আবার কোথা থেকে পুরস্কার সংগ্রহ করবে ? অধিকৃত শহর থেকে আমরা যা লুট করে এনেছিলাম, তা সবই আমরা ভাগ করে নিয়েছি। এখন তো তাদের আবার সেগুলি ফিরিয়ে দেবার কথা বলতে পারি না। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আমরা যখন ট্রয় নগরী দখল করব, তখন আপনাকে অনেক, অনেক জিনিস উপহার দোব।

কিন্তু অ্যাগামেম্‌নন শান্ত হলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :

—আমি রাজা, আমার সঙ্গে এভাবে তর্ক কোরো না। আমি ক্রিসিসকে ত্যাগ করব, আর কোন ক্ষতিপূরণ চাইব না, এই বলতে চাও বুঝি ? যদি ক্রিসিস-এর বদলে আমাকে আর কাউকে উপহার-স্বরূপ দাও, তবে কোন কথা উঠবে না, কিন্তু তা যদি না দাও, তাহলে আমি নিজে তোমার বা অন্য কারুর পুরস্কার কেড়ে নোব।

অ্যাকিলিস চিৎকার করে বললেন :

—বেহায়া কোথাকার ! আপনার মত লোকের নেতা হওয়া সাজে না। ট্রয়বাসীদের সঙ্গে আমার কোন কলহ নেই। তারা আমার ধনরত্ন বা স্ত্রী চুরি করে নিয়ে যায়নি। এ শুধু আপনার জন্যে এবং আপনার ভাই মেনেলাউসের জন্যে আমি এ যুদ্ধে এসেছি।

—মা...কথা ভুলে গিয়ে আপনি চাইছেন আমার পুরস্কার গ্রহণ
...মনই বুঝি হয়। কোন শহর দখলের সময়, আমিই
...আমার এই
যাই, কিন্তু যখন লুণ্ঠনের জিনিস ভাগ করবার পালা

BanglaBook.org

সে, তখন আপনিই সবচেয়ে বেশী ভাগটা নেন। এখন আমার পক্ষে বাড়ি ফিরে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল। আমাকে ছাড়া আপনি যে গৌরব অর্জন করতে চান করুন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

অ্যাগামেম্‌নন উত্তর দিলেন :

—বেশ তাই যাও, আমি তোমাকে থাকতে বলব না। আমি জানি মানুষের কোন অস্ত্রই তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু সে তো দেবতাদের বরে। আমি তোমার রাগকে গ্রাহ্য করি না। অ্যাপোলো দেবতা চাইলে আমি নিশ্চয়ই ক্রিসিসকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দোব, কিন্তু আমি তোমার পুরস্কার ব্রিসিসকে নিয়ে আসব। সে হবে আমার স্ত্রী। তখন জানতে পারবে আমি তোমার চেয়ে কত ক্ষমতাশালী।

অ্যাকিলিস ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। খাপ থেকে তরবারি বার করতে যাবেন, এমন সময় দেবী অ্যাথেনী তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি অ্যাকিলিসের সোনালী চুল স্পর্শ করতেই অ্যাকিলিস ফিরে দাঁড়িয়ে দেবীকে দেখেই চিনতে পারলেন।

—দেবী অ্যাথেনী, আপনি এখানে কেন ?

অ্যাথেনী উত্তর দিলেন :

—তোমাকে শান্ত করতে এসেছি। হেরাই আমাকে পাঠিয়েছেন, কারণ তিনি তোমাদের দু জনকেই ভালবাসেন। খাপে তরবারি রাখ। আমার কথা যদি শোন, তাহলে বলব যে কলহ কোরো না। এই অপমানের জন্যে অ্যাগামেম্‌ননকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে !

অ্যাকিলিস বললেন :

—দেবতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শোভা পায় না। কথামত আমি তরবারি খাপে পুরছি। এই বলে অ্যাকিলিস খাপে পুরলেন।

BanglaBook.org

অ্যাথেনী ফিরে গেলেন অলিম্পাস পর্বতে।

দেবী চলে গেলেই অ্যাকিলিস ফিরে আবার অ্যাগামেম্ননকে উদ্দেশ করে বললেন :

—দেশের মঙ্গলের জন্যে আমি ব্রিসিসকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি আমার অন্য কোন জিনিসে হাত দিতে যান, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাবে। সেদিন আপনাকে অবশ্যই মরতে হবে আমার হাতে।

এই বলে অ্যাকিলিস আর ফিরে না তাকিয়ে শিবির ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এদিকে অ্যাগামেম্নন ক্রিসিসকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আর তার সঙ্গে অ্যাপোলো দেবের মন্দিরে বলি দেবার জন্যে একশত বলদও গেল।

কিন্তু অ্যাকিলিসের মনে সুখ নেই।

তিনি ব্রিসিসকে ছেড়ে দিতে চাননি।

তাই অ্যাকিলিস ও তাঁর লোকজনরা শপথ করলে যে অ্যাগামেম্ননের হয়ে ট্রয়বাসীদের সঙ্গে তারা আর যুদ্ধ করবে না।

ব্রিসিস চলে গেছে।

অ্যাকিলিসের ঘর শূন্য। ঘরে তাঁর মন বসছে না।

তিনি এদিক্ সেদিক্ ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রতীরে এসে বসলেন। স্থানটি ছিল নির্জন আর তিনি ছিলেন একা।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল তাঁর মা দেবী থেটিসের কথা।

চিৎকার করে তিনি মাকে ডাকতে লাগলেন।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন :

—মা, আমি জানি যৌবনেই আমার মৃত্যু হবে। তাই আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনেই খ্যাতি ও সম্মান লাভ করতে চেয়েছিলুম।

BanglaBook.org

কিন্তু আজ অ্যাগামেম্‌নন আমাকে অপমান করে আমার পুরস্কার কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশে তাঁর প্রাসাদে থেটিস পুত্রের কান্না শুনতে পেলেন।

সমুদ্র থেকে উঠে এসে তিনি পুত্রের পাশে বসে তাঁর কাহিনী শুনলেন।

অতঃপর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

—বাছা, দুঃখ কোরো না। আমি বলছি, ট্রয়বাসীরা জয়লাভ করবে। আর তোমাকে অপমান করার জন্যে অ্যাগামেম্‌ননকে ফলভোগ করতে হবে। যতদিন না তোমার কাছে এসে সাহায্য চাইবে, ততদিন গ্রীকদের জয় হবে না।

সান্ত্বনালাভ করে অ্যাকিলিস তাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চার

অলিম্পাস পর্বতে দেবতাদের বৈঠক বসেছে।

দেবরাজ জিউস সভায় উপস্থিত আছেন।

কেবল দেবতাদের রানী নেই।

এমন সময় থেটিস সমুদ্র থেকে উঠে এসে সভায় হাজির হলেন।

পুত্র অ্যাকিলিসের বেদনা তিনি জানেন। সে বিষয়ে তিনি দেবরাজের কাছে আবেদন করতে এসেছেন।

থেটিস নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানালেন :

—হে বজ্রের দেবতা। আপনি তো সবই জানেন। আমার পুত্র অ্যাকিলিসকে অ্যাগামেম্‌নন কি রকম অপমান করেছেন। আপনি যদি দয়া করে ট্রয়বাসীদের সাহায্য করেন, তবেই আমার পুত্রের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ হবে।

জিউস প্রার্থনাটি মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

থেটিস দেবরাজের পায়ে ধরে আবার বললেন :

—আপনি শুধু একবার মাথা নেড়ে বলুন যে আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। আমি জানি, দেবরানী হেরার প্রিয় এই গ্রীক সৈন্যগণ। আর সোনার আপেল দিয়ে প্যারিস তাঁর অপ্রিয় হয়েছেন।

জিউস বললেন : সত্যিই খুব গুরুতর ব্যাপার! ট্রয়বাসীদের অনুগ্রহ করলে আমার সঙ্গে হেরার বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব।

BanglaBook.org

থেটিস বিদায় গ্রহণ করলেন।

জিউস সভা ত্যাগ করে অন্তঃপুরে গিয়ে দেখেন রানী হেরা ক্ষিপ্তপ্রায়। ব্যঙ্গ করে স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন :

—কোন্ দেবীর সঙ্গে আপনি ফন্দি আঁটছিলেন? সেই মন্ত্রণা-সভায় কি আমাকে ডাকতে পারতেন না?

জিউস মৃদু হেসে উত্তর দিলেন :

—হেরা, সব সভাতে তোমাকে ডাকা চলে না। অনেক জিনিস আছে যা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। আমাকে আর প্রশ্ন করে উত্যক্ত কোরো না।

হেরা প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন :

—কিন্তু বলুন তো আপনি, থেটিস কি গ্রীকদের পরাজয়ের কথা আপনাকে জানায়নি? তার পুত্রকে বড়ো করতে আপনি কি ট্রয়দের জয়ের জন্য চেষ্টা করবেন না?

—এসব তোমার অনধিকার চর্চা। আমি দেবতাদের রাজা। কোন্‌টা ভাল হবে সেটা আমি জানি। তোমার উচিত চুপ করে থেকে আমাকে মান্য করা। জানো তো, আমি যদি ইচ্ছে করি সব কিছুই করতে পারি, আর সেক্ষেত্রে কোন দেবতাই বাধা দিতে পারবে না।

একথা শুনে হেরা ভীত হয়ে পড়লেন। আর কোন কথা বলতে তিনি সাহস করলেন না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পাঁচ

থেটিসের প্রার্থনা পূরণ করতে জিউস অ্যাগামেম্ননকে শাস্তি দেবার জন্যে ভাবতে লাগলেন।

রাজা অ্যাগামেম্নন স্বপ্ন দেখলেন, তা যেমনি অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য।

রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ গ্রীকদের যুদ্ধে নামবার জন্যে আদেশ করছেন। ট্রয়নগর ঘিরে দেওয়ালের পর দেওয়াল। সেই দেওয়ালের সামনে গ্রীকদের যুদ্ধ হবে ট্রয়বাসীদের সঙ্গে। এই তাঁর আদেশ।

এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন!

অ্যাগামেম্নন ভেবে কূল-কিনারা পান না।

কী যে তিনি করবেন বুঝতে পারেন না।

পরের দিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠেই সমস্ত রাজাদের ডেকে স্বপ্নের বিষয়টি বললেন।

একজন গ্রীক রাজা জিজ্ঞাসা করলেন:

—আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন তা ভাল করে খুলে বলুন।

অ্যাগামেম্নন বলতে লাগলেন:

—আমি স্বপ্নে দেখলুম যে পাইলাসের বৃদ্ধ রাজা নেস্টর আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যেন বলছেন, রাজন্, তুমি এখনও নিদ্রিত কেন? তোমার কত ধনদৌলত আর কত লোকবল, তোমার পক্ষে সারারাত নাক ডাকিয়ে ঘুমানো শোভা পায় না। জিউস তোমার কাছে একটা বার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তাটি এই—

BanglaBook.org

যাও, এখনি সৈন্য নিয়ে ট্রয়নগর আক্রমণ কর, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ট্রয় হবে তোমার, তুমি হবে তার অধিপতি।

এই বলে নেস্টর স্বপ্নের মধ্যেই মিলিয়ে গেলেন।

অ্যাগামেম্‌নন থামলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন :

—বন্ধুগণ, আপনাদের সম্মতি নিয়ে আমি সবাইকে যুদ্ধে যাবার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা প্রস্তুত হোন।

অ্যাগামেম্‌ননকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রাজা নেস্টর বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

—বন্ধু রাজন্যবর্গ, অন্য কেউ একথা বললে আমরা হয়তো বিশ্বাস করতাম না। অ্যাগামেম্‌নন আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। আপনাদের উচিত অবিলম্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

কিন্তু সকলেই যুদ্ধে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোল না। একজন কুৎসিত-দর্শন রাজা চিৎকার করে বললেন :

—অ্যাগামেম্‌নন, তুমি আর কি চাও? তোমার তাঁবুতে তো অজস্র ধনরত্ন পচছে। আর কত চাও?

তারপর তিনি অন্যান্য নেতাদের দিকে ফিরে বললেন :

—আমরা আমাদের জাহাজে করে বাড়ি ফিরে যাই চলুন, আর এই লোভী রাজা এখানে একাকী থাকুন। তিনি তো ইতিমধ্যে আমাদের সবচেয়ে বীর সৈনিক অ্যাকিলিসকে অপমান করে ছেড়েছেন :

তৎক্ষণাৎ ওডিসিউস দাঁড়িয়ে উঠে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিলেন :

—নির্বোধ রাজা, চুপ করুন। আমাদের নেতাকে অপমান করবার দুঃসাহস আপনার কোথা থেকে হোল?

এই কথা বলে ওডিসিউস ঐ রাজার কাঁধে আঘাত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়লেন। তাঁর চোখ জলে ভরে এলো। এই অপমানের কোন উত্তর তাঁর মুখ থেকে বেরোল না।

BanglaBook.org

অন্যান্য গ্রীকগণ এই কুৎসিত-দর্শন রাজাটিকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

ওডিসিউস ইতিমধ্যে একটা বক্তৃতা দেবার জন্যে প্রস্তুত। তিনি বললেন :

—হেলেনের বাবাকে আপনারা কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে খুব লজ্জাকর ব্যাপার হবে। এটা ঠিক বছরের পর বছর আপনাদের বিদেশে পড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। বাড়ি ঘর-দোর স্ত্রী পুত্র পরিজন ছেড়ে থাকাটা মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু শুধু হাতে ফিরে যাওয়াটা কি আরও বেশী দুঃখজনক হবে না? এতদিন যখন আমরা দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি, তখন আর কিছুদিন না হয় কষ্টভোগ করলুম। আসুন, আমরা শপথ করি, যতদিন না আমরা ট্রয়নগরী ধ্বংস করছি, ততদিন আমরা ফিরে যাব না।

সকলেই তুমুল হর্ষধ্বনি করে ওডিসিউসের কথায় সমর্থন জানালে।

প্রাতরাশ খাবার পর অ্যাগামেম্‌নন প্রত্যেকটি লোককে তার বর্শা ধার দিতে পরামর্শ দিলেন।

তিনি বললেন :

—আজই আমরা ট্রয়বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছি। আমাদের বর্শার ধার যেন ঠিক থাকে আর আপনাদের বর্ম বেশ করে পরীক্ষা করে রাখবেন।

গ্রীক শিবিরে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

গ্রীক শিবিরে যখন যাত্রার আয়োজন চলেছে, ঠিক সেই সময় রাজা প্রায়াম তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বসে ছিলেন একটা উচ্চ গৃহে। এই গৃহটি ছিল ট্রয়ের একটি কটকের কাছেই।

এই গম্বুজ মতন ঘর থেকে গ্রীক সৈন্যদের শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

দেওয়ালের দিকে হেলেনকে হেঁটে যেতে দেখে প্রায়াম তাঁকে ডাকলেন।

অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য এই মহিলার।

বৃদ্ধেরা তাই না দেখে পরস্পর মৃদুস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন :

—এরকম একজন মহিলার জন্যে ট্রয় ও গ্রীসের যুদ্ধ মোটেই লজ্জার কথা নয়। দেবীর মত হেলেনের রূপ। কিন্তু তবুও একথাও সত্যি যে তার গ্রীসে ফিরে যাওয়াই উচিত। কারণ সে ট্রয়ের ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

কিন্তু প্রায়াম হেলেনকে বললেন :

—বৎসে, আমার কাছে এসে আমার পাশে বোস। যুদ্ধের জন্যে আমি তোমাকে দোষী করতে রাজী নই। মনে হয়, এ ভগবানের ইচ্ছে, এবং আমরা অবশ্যই তাঁদের ইচ্ছে পূরণ করব। এখন বলো তো মা, ঐ যে ওখানে একজন শক্তিশালী রাজাকে বর্শা হাতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে, উনি কে? তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একজন মহাবীর।

সেইদিকে চেয়ে হেলেন উত্তর দিলেন :

—রাজন্, এখন আমি ভাবছি, স্বামী কন্যাকে ছেড়ে এখানে আসবার আগে আমার কেন মৃত্যু হয়নি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাবার তো কোন উপায় নেই। তাই আমার কান্না আর শোভা পায় না। যাই হোক, যাঁর কথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি আমার স্বামীর বড় ভাই অ্যাগামেমনন। তিনি প্রসিদ্ধ রাজা ও বীর সৈনিক।

তখন প্রায়াম বললেন :

—প্রিয় বৎসে, এখন বলো তো ঐ যে ওখানে আর একজন সুদর্শন নেতা রয়েছেন, উনি কে? অ্যাগামেম্ননের মত উনি অত দীর্ঘকায় নয় বটে, কিন্তু তাঁর গঠন আরও দৃঢ়। বুঝতে পারছ

BanglaBook.org

তো, আমি কার কথা বলছি? তিনি এখনও বর্ম পরিধান করেননি, তাঁর লোকজনকে উৎসাহ আর পরামর্শ দিয়ে চলাফেরা করছেন।

হেলেন উত্তর দিলেন:

উনি হচ্ছেন ওডিসিউস, গ্রীকদের মধ্যে উনি মহাজ্ঞানী নামে পরিচিত। উনি ইথাকার রাজা।

বলতে বলতে হেলেনের চোখে জল এলো। তাঁর জন্যে গ্রীসের লোক ও ট্রয়বাসী যে কি দুঃখ ভোগ করছে একথা ভেবে তিনি কিছুতেই সান্ত্বনা পেলেন না। অনুতাপে তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন।

বিপক্ষ দুই সৈন্যদল উন্মুক্ত প্রান্তরে মুখোমুখি দাঁড়াল।

ট্রয়ের সৈন্য উন্মত্তবৎ চিৎকার করে আক্রমণ করলে, কিন্তু গ্রীকরা নীরবে সৈন্য চালনা করছিল।

ট্রয় সৈন্যদের চালনা করছিলেন প্যারিস নিজে।

প্যারিসের সর্বাঙ্গ উজ্জ্বল বর্মে আবৃত। কাঁধের ওপরে ঝুলছে ধনুক আর পাশে খাপে আঁটা রয়েছে তীক্ষ্ণধার তরবারি।

তাঁর দিকে চোখ পড়তেই মেনেলাউস উন্মত্ত আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন।

প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তাঁর সমস্ত রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনি প্যারিসের দিকে দ্রুত ধাবমান হলেন।

তাঁকে দেখেই প্যারিস কেমন মুষড়ে গেলেন এবং সঙ্গীদের পেছনে আত্মগোপন করতে সচেষ্ট হলেন।

কিন্তু প্যারিসের ভাই হেক্টর ক্রুদ্ধ হয়ে ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

—ওরে মূঢ়, হতভাগ্য ব্যক্তি! তুই না জন্মালেই পারতিস্। তুই

BanglaBook.org

সকল জাতির কলঙ্ক। গ্রীকরা তোকে উপহাস করে। আর সবাই তোকে ভীরু কাপুরুষ বলে। আমার বাবার মত রাজাকে তুই কতই না দুঃখ দিলি। তোর দেশবাসী তোর জন্যে আজ কি কষ্টই না ভোগ করেছে। ছিঃ ছিঃ।

সত্যিই প্যারিস লজ্জিত হয়েছিল। তাই সে উত্তর দিলে :

—হেক্‌টর, তোমার কথা সত্যি। আমি অবশ্য তোমার মত বীর ও সাহসী নই, তবে যদি যুদ্ধ করবার কথা বলো, আমি যুদ্ধ করতে পেছপা নই। গ্রীক ও ট্রোজানদের তুমি মাটিতে বসে পড়তে বল। আমি সম্মুখযুদ্ধে মেনেলাউসকে আহ্বান করব। যে জিতবে সেই হেলেনকে লাভ করবে। আর তাহলে ট্রোজানরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে আর গ্রীকরাও তাদের গৃহে ফিরবে। ওদের সেনাপতিকে তুমি এ কথা জানিয়ে দাও, প্যারিস যুদ্ধকে ভয় করে না। সেও বীর।

এ কথা শুনে হেক্‌টর অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

তিনি উভয় সৈন্যদলকে উদ্দেশ করে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধশান্তির কথা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন :

—হে বীর নেতাগণ, আমাদের একটি ঘোষণা আপনারা শুনুন। যদি আমাদের প্রস্তাব আপনাদের পছন্দমত না হয়, তখন আবার আমরা যুদ্ধ করব। এখন আমরা কিছুক্ষণের জন্য শান্তি চাই। এই শান্তির সময়ে আমার ভাই প্যারিস গ্রীক বীর মেনেলাউসের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যদি আপনারা এই প্রস্তাবে রাজী না থাকেন, তাহলে বলুন।

সমস্বরে চিৎকার উঠল যে, সকলেই এ প্রস্তাবে রাজী আছেন।

BanglaBook.org

দুই সৈন্যদলের মধ্যবর্তী প্রান্তরে রাজা প্রায়াম এগিয়ে এলেন আর গ্রীকরাজ অ্যাগামেম্‌ননও সেখানে উপস্থিত হলেন। উভয়ে মিলে যুদ্ধের শর্তাদি ঠিক করলেন।

প্রায়াম দেবতাদের উদ্দেশে দুটি মেষশাবক বলি দিলে পর অ্যাগামেম্‌নন তাঁর তরবারি খাপ থেকে খুলে বললেন ঃ

—প্যারিস যদি মেনেলাউসকে হত্যা করেন, তাহলে প্যারিস হেলেনকে রাখবেন আর গ্রীকরা শান্তিতে গৃহে ফিরবে। কিন্তু যদি প্যারিস নিহত হয়, তাহলে মেনেলাউস হেলেনকে পাবেন ; আর যদি ট্রোজানরা ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাদের প্রচুর ধনরত্ন না দেয়, তাহলে ভগবানের নামে এই শপথ করছি যে, যতদিন না প্রতিটি ট্রয়বাসী নিহত হয় আর ট্রয়নগরী যতদিন না ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, ততদিন গ্রীকগণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। গ্রীকরা এককথার লোক।

এই ঘোষণা করবার পর অ্যাগামেম্‌নন মেষশাবক দুটির গলা কেটে ফেলে দেবরাজ জিউসের নামে উৎসর্গ করলেন। উপস্থিত সকল সৈন্যই দেবরাজকে প্রার্থনা জানালেন।

প্রার্থনা শেষে প্রায়াম গাড়িতে উঠে ফিরে গেলেন ট্রয় নগরীর মধ্যে। তাঁর পিতৃহৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রিয় পুত্র প্যারিসের সঙ্গে মেনেলাউসের ভয়ংকর যুদ্ধ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার শক্তি তাঁর ছিল না।

এদিকে হেক্‌টর আর ওডিসিউস জমি মাপ করতে লাগলেন আর প্যারিস ও মেনেলাউস যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

উভয়েরই দেহে বর্ম, হাতে বর্শা আর খাপে তলোয়ার।

উভয়েই বর্শা নিক্ষেপের জন্যে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তারপর ইঙ্গিত পাবামাত্রই প্যারিস তাঁর বর্শা নিক্ষেপ করলেন।

মেনেলাউস সঙ্গে সঙ্গে সেই নিক্ষিপ্ত বর্শাটি তাঁর ঢালের ওপরে ধরে ফেললেন আর সেটি ব্যর্থ হোল। বর্শাটি তাঁকে স্পর্শও করল না।

BanglaBook.org

তারপর জিউসকে প্রার্থনা করে মেনেলাউস ছুড়লেন তাঁর বর্শা, কিন্তু প্যারিস সেটি ধরতে পারলেন না, তাঁর ঢাল ভেদ করে বর্শা গিয়ে লাগল প্যারিসের দেহে।

কিন্তু প্যারিসের কোন আঘাত লাগেনি।

বর্শার লড়াই শেষ হলে এবার শুরু হোল তরবারি নিয়ে যুদ্ধ।

মেনেলাউস তাঁর তরবারি খাপ থেকে বার করলেন।

প্যারিসের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। সেই শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে মেনেলাউস তাঁর তরবারি আঘাত করলেন।

দুভাগ হয়ে তরবারি গেল ভেঙে।

তখন মেনেলাউস শিরস্ত্রাণটির পালকগুচ্ছ ধরে প্যারিসকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গ্রীকদের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন।

যে চামড়ার ফালি দিয়ে শিরস্ত্রাণটা চিবুকের সঙ্গে আঁটা ছিল, সেই শিরস্ত্রাণের ফালি প্যারিসের গলায় এমন ভাবে চেপে বসেছিল যে হয়তো তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতো।

আর মেনেলাউসও হয়তো জয়লাভ করতেন।

কিন্তু প্যারিসের প্রদত্ত সোনার আপেলের কথা দেবী অ্যাফ্রোডাইট ভোলেননি।

স্বর্গ হতে তিনি এলেন নেমে।

তাঁর প্রিয় প্যারিসের গলায় যখন চামড়ার ফালিটা খুব জোরে বসেছে, সে সময় তাঁর কৃপায় ফালিটা ছিঁড়ে গেল আর তাঁর প্রিয় মানুষটি প্রাণে বেঁচে গেল।

তারপর হঠাৎ চারিদিকে মেঘ জড়ো হয়ে গেল। যুদ্ধপ্রান্তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

সেই অন্ধকারে মেঘের অন্তরালে দেবী অ্যাফ্রোডাইট প্যারিসকে নিয়ে ট্রয়ে হাজির হলেন।

BanglaBook.org

প্যারিসের এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে সকলেই অবাক্ হয়ে গেল।

মেনেলাউস তো ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়।

তিনি চারিদিকে খোঁজ করতে করতে সৈন্যদলের মধ্যে বেগে ধাবমান হলেন।

না, কোথাও প্যারিসের পাত্তা নেই।

ট্রোজানগণ প্যারিসের কোন হদিস দিতে পারলে না। তারা যদি জানত, তাহলে হয়তো প্যারিসকে আত্মরক্ষার সুযোগ তারা দিতো না। কারণ প্যারিসের জন্যেই আজ তাদের এতো দুর্দশা!

এদিকে প্যারিস তখন দেবীর কৃপায় হেলেনের কক্ষে পরম সুখে নিদ্রা দিচ্ছেন।

যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্যারিসকে পাওয়া গেল না, তখন অ্যাগামেম্‌নন ট্রোজানদের উদ্দেশ করে বললেন:

—হেলেন ও তাঁর সমস্ত ধনরত্ন এখন আমাদের। মেনেলাউস জয়লাভ করেছে, অতএব হেলেনকে আমাদের চাই। আপনাদের অঙ্গীকার মত কাজ করুন।

গ্রীক শিবিরের দিক্ থেকে তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল।

—জয়, মেনেলাউসের জয়!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ছয়

দেবী অ্যাথেনী কিন্তু উভয়পক্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত করবার জন্যে সুযোগ খুঁজছিলেন।

ট্রোজানগণ যাতে শান্তি ভঙ্গ করে এই তাঁর মনোগত ইচ্ছা।

তাই তিনি অ্যান্টেনরের পুত্র ল্যাওডোকাসের বেশে সাজলেন।

এই ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি একজন তীরন্দাজের কাছে এসে বললেন :

—তুমি যদি তীর ছুঁড়ে মেনেলাউসকে বধ করতে পার, তোমার বিরাট্ খ্যাতিলাভ হবে, ট্রয়বাসী তোমাকে বহু ধনরত্ন দেবে, বিশেষ করে প্যারিস তোমাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবে।

নির্বোধ তীরন্দাজ ছদ্মবেশী দেবীর পরামর্শমত তার ধনুকে তীর যোজনা করে মেনেলাউসের দিকে ছুড়ল।

তীরটা গিয়ে লাগল তার দেহের এক পাশে, অনেকটা ক্ষত হোল, আর সেই ক্ষতস্থান থেকে গাঢ় রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল।

ক্ষতটা গভীর হয়নি বলে মেনেলাউস নিহত হলেন না। কিন্তু এই রক্ত দেখেই অ্যাগামেম্‌নন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন :

—ট্রয়বাসীরা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে যুদ্ধের শান্তি ভঙ্গ করেছে। এর উপযুক্ত শাস্তি তাদের পেতে হবে।

এই বলে তিনি গ্রীক রাজাদের লোকজন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্যে আহ্বান জানালেন।

সমুদ্রের তরঙ্গের মত একটির পর একটি গ্রীক সৈন্যদল ট্রয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলল।

অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হোল।

BanglaBook.org

যুদ্ধধ্বনিতে আর আহতদের আর্তনাদে সমগ্র প্রান্তরভূমি পূর্ণ হোল। হাজার হাজার নিহত যোদ্ধা পড়ে রইল।

ট্রয়ের প্রান্তরে যেন রক্তের নদী বয়ে গেল।

বোধহয় দেবতারা এত রক্তক্ষয় দেখে দুঃখবোধ করছিলেন।

তাই তাঁরা হেক্‌টরকে আর একবার শান্তির জন্যে আবেদন করতে পরামর্শ দিলেন। তবে তাঁরা শুধু এই পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, আরও জানালেন যে অন্য কোন গ্রীককে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য যেন তিনি আহ্বান করেন।

দুপক্ষই যখন জমির ওপরে বসে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই অবসরে হেক্‌টর উচ্চ চিৎকার করে জানালেন :

—ট্রোজানগণ, গ্রীকগণ আর একবার আমার কথা শুনুন। দেবতাদের হস্তক্ষেপের জন্যে আমরা বারবার আমাদের যুদ্ধশান্তি বজায় রাখতে পারিনি। সেখানে আমি লজ্জায় মর্মাহত। এখন, এখানে সকল গ্রীক নেতাই উপস্থিত আছেন, তাঁদের উদ্দেশ করে আমি জানাচ্ছি, তাঁরা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হোন।

গ্রীকশিবিরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

হেক্‌টরের মত এরকম এক বিরাট যোদ্ধার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে অনেক বীরেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হোল।

অবশেষে মেনেলাউস দাঁড়িয়ে উঠে গ্রীকদের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বললেন :

—ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার! তোমরা সব স্ত্রীলোক, না পুরুষ! কি লজ্জার কথা! কেউ নেই যে হেকটরের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে? তবে আমি নিজেই যুদ্ধ করব, কারণ আমি জানি, সব কিছুই দেবতাদের হাতে।

তৎক্ষণাৎ বর্ম পরিধান করে মেনেলাউস যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় অ্যাগামেম্‌নন তাঁর হাত ধরে ফেললেন। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন :

BanglaBook.org

—তুমি কি পাগল হলে ভাই? জান না কি হেক্‌টর কত বড় সুদক্ষ যোদ্ধা আর কত কৌশলী? তোমার পক্ষে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তোমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি, এমন কি বীর অ্যাকিলিসও হেক্‌টরকে সর্বদা এড়িয়ে চলেছে আর তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই অ্যাকিলিসের তুলনা হয় না। যাও, তোমার সঙ্গীদের মধ্যে বসগে যাও, আমি আর কাউকে ঠিক করছি।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই নেস্টর উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে একবার তিরস্কার করলেন। বললেন:

—তোমাদের মধ্যে বীরের এতই অভাব হয়েছে যে তোমরা একজন তরুণ যুবককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাঠাচ্ছিলে?

এই কথায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে এলো। নজন গ্রীক রাজা উঠে দাঁড়ালেন।

এই নজনের মধ্যে বিশেষ নামকরা ছিলেন অ্যাগামেম্‌নন, গ্রেট্ অ্যাজ্যাক্স ও ওডিসিউস।

এই নজনের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে বৃদ্ধ রাজা আবার বললেন:

—তাহলে আপনারা নজন বীর হেক্‌টরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। বেশ, তাহলে ভাগ্য-পরীক্ষা হোক।

ভাগ্য-পরীক্ষার জন্যে প্রত্যেকেই একটা করে জিনিস বেছে নিয়ে অ্যাগামেম্‌ননের শিরস্ত্রাণের মধ্যে ফেললেন।

পরীক্ষায় নাম উঠল গ্রেট্ অ্যাজ্যাক্সের।

অ্যাজ্যাক্স মস্ত বড় বীর। তিনি কিছুমাত্র ভীত হলেন না।

বর্ম পরিধান করে তিনি তাঁর বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে যুদ্ধস্থলে এসে হাজির হলেন।

তার বিরাট্ চেহারা ও বিশাল বক্ষদেশ দেখে ট্রোজানগণ পরস্পর নানা কথা চুপি চুপি বলতে লাগল, সবাই যেন কেমন ভীত হয়ে পড়েছে।

এমন কি হেক্‌টরের বীর হৃদয়ও কম্পিত হোল, কিন্তু এই অবস্থা

BanglaBook.org

থেকে তিনি না পারেন পেছোতে আর না পারেন যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে অনুরোধ করতে।

তিনিও বাধ্য হয়েই অগ্রসর হলেন।

অ্যাজ্যাক্স বললেন :

—হেক্টর! যদিও অ্যাকিলিস আমাদের হয়ে এখন যুদ্ধ করছেন না, তাহলেও বুঝতে পারবে যে এখনও অনেক বীর আছে যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধের স্পর্ধা রাখে।

গর্বভরে হেক্টর বলে উঠলেন :

—আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরো না। আমি শিশু বা স্ত্রীলোক নই যে যুদ্ধ জানি না। যুদ্ধে সম্ভব হলে তোমাকে আমি মেরে ফেলতেও পারি।

এই বলে হেক্টর তাঁর বর্শা অ্যাজ্যাক্সের দিকে ছুড়লেন। বর্শাটি ঢালের কিছুটা অংশ বিদ্ধ করলে, কিন্তু সবটা পারলে না।

কিন্তু অ্যাজ্যাক্সের বর্শা হেক্টরের ঢাল ভেদ করে চলে গেল কিন্তু দেহে গিয়ে পৌঁছল না।

তখন উভয়েই তরবারি নিয়ে যুদ্ধে লেগে গেলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হোল। কেউ কাউকেই আঘাত করতে পারে না। শেষে অ্যাজ্যাক্স একটা রণহুংকার দিয়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন হেক্টরের ওপর। হেক্টরের গলদেশ আহত হোল আর ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল।

তখন হেক্টর কয়েক পা পেছিয়ে এসে মাটি থেকে একটা পাথর তুলে নিয়ে অ্যাজ্যাক্স-এর দিকে ছুড়লেন। ঢালে লাগতেই একটা ঢং করে শব্দ হোল, অ্যাজ্যাক্স-এর কোন ক্ষতিই হোল না।

তখন অ্যাজ্যাক্স আরও বড় একটা পাথর তুলে হেক্টরের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

পাথরটা এত বেগে গিয়ে হেকটরের ঢালে লাগল যে, তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন।

BanglaBook.org

কিন্তু অ্যাপোলোদেবের কৃপায় হেক্‌টর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চারিদিকে কালো ছায়া। স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। দুপক্ষের নেতাদের কাছ থেকেই যুদ্ধ স্থগিত রাখবার অনুরোধ এলো।

অ্যাজ্যাক্স বললেন :

—আমি তো যুদ্ধ থামাতে পারি না। হেক্‌টর যুদ্ধ আহ্বান করেছেন। তিনি যদি থামাতে রাজী হন, আমার আপত্তি নেই।

হেক্‌টর তখন বললেন :

—অ্যাজ্যাক্স, ঈশ্বরের কৃপায় আপনি শুধু দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী নন, আপনি খুব ভাল যোদ্ধা, বিশেষ করে বর্শা চালনায় আপনি অত্যন্ত পারদর্শী। আসুন, আমরা এখন এই যুদ্ধ স্থগিত রাখি। এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আপনি ফিরে যান আপনার শিবিরে আর আমি আমার গৃহে ফিরি। আর একদিন আমরা যুদ্ধ করব এবং সেদিন ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের মধ্যে একজন জিতবে। আসুন, তবে আজ রাত্রিতে আমরা বন্ধুর মত বিদায় গ্রহণ করি এবং পরস্পর উপহার বিনিময় করি।

এই বলে হেক্‌টর অ্যাজ্যাক্সকে একটি তরবারি উপহার দিলেন আর অ্যাজ্যাক্স উপহার দিলেন তাঁর রুপার কোমরবন্ধ। তারপর তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রিতে অ্যাগামেম্‌নন তাঁর শিবিরে অ্যাজ্যাক্সের সম্মানে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। সেই ভোজসভায় তিনি অ্যাজ্যাক্সের অনেক প্রশংসা করলেন এবং বহু উপহার দিলেন।

পরের দিন সকালে গ্রীক ও ট্রয়বাসিগণ যুদ্ধপ্রান্তর থেকে তাদের নিহত সৈন্যগণকে সমাধি দেবার জন্যে নিয়ে গেল আর সেদিন কোন যুদ্ধ হোল না।

BanglaBook.org

সাত

ভোরের আকাশে তখন সবেমাত্র লাল আলো দেখা দিয়েছে।

সর্বশক্তিমান দেবরাজ জিউস অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায় এক বিরাট দেবসভা ডাকলেন।

সভা বসলে পর দেবরাজ বললেন :

—উপস্থিত দেব ও দেবীগণ, আমার কথা শুনুন। আপনারা কেউ ট্রয়বাসী বা গ্রীকদের পক্ষ অবলম্বন করবেন না। যদি কেউ লুকিয়ে কোন পক্ষকে সাহায্য করেন, তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি তাকে সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব।

জিউসের এই শাসানি শুনে সমবেত দেবদেবীগণ নীরব হয়ে গেলেন।

কিন্তু দেবী অ্যাথেনী সাহস সঞ্চয় করে বললেন :

—আমরা কাউকে সাহায্য না করতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের প্রিয় মানবমানবীদের উৎসাহদানে বঞ্চিত করব কেন? তাদের পরামর্শই বা দোব না কেন?

এই বলে দেবী সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

অন্যান্য দেবদেবীগণ তখন বিরস বদনে অ্যাথেনীর অনুগমন করলেন।

এদিকে জিউস তাঁর বিরাট রথ বার করে ঘোড়ার ওপরে সপাং করে চাবুক মারলেন। রথ দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। পাহাড়ের এক উচ্চ অংশে রথ থামিয়ে তিনি নামলেন এবং নিজের চারদিকে ঘন

BanglaBook.org

কুয়াশার আবরণ সৃষ্টি করে নীচে উন্মুক্ত প্রান্তরে ট্রয় ও গ্রীসের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

চারিদিকে ভয়ংকর কোলাহল। তরবারির ঝংকার আর আহতের আর্তনাদে সমগ্র যুদ্ধভূমি প্রতিধ্বনিত।

কোথাও উঠেছে তাণ্ডব উল্লাসের শব্দ।

মানুষ মানুষকে হত্যা করছে। রক্তে মাটি লাল। বর্শা, তীর ও তরবারির আঘাতে দুপক্ষেরই সৈন্য মরছে।

ট্রয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ট্রয়-সৈন্য বহু গ্রীকের প্রাণ নিয়েছে। রাজা অ্যাগামেম্‌নন নিরাশায় ভেঙে পড়বার উপক্রম। শুধু বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ রাজা নেস্টর অবিচলিত। অবশ্য তারও কিছু ক্ষতি হয়েছে। প্যারিস তীর ছুড়ে তাঁর রথের চারিটা ঘোড়ার মধ্যে একটিকে নিহত করেছে, ফলে অন্য তিনটি ঘোড়াকে আর বাগ মানান যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই নেস্টরকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে হয়েছে।

ঠিক সেই সময় হেক্‌টর তাঁর কাছে এসে গিয়েছিলেন। হাতে উন্মুক্ত তরবারি। হয়তো সেই সময়ে নেস্টরের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো, কিন্তু ওডিসিউস বিদ্যুৎগতিতে তাঁর কাছে এসে তাঁকে নিজের রথে তুলে নিলেন।

নেস্টর প্রাণে বেঁচে গেলেন।

এদিকে গ্রীক বীর ডাইওমিডিস হেক্‌টরকে বধ করবার জন্যে এগিয়ে আসতেই তাঁকে বিদ্রূপ করে হেক্‌টর বললেন:

—তোমাকে গ্রীকরা খুব বীর বলে খাতির করে। কিন্তু এবার তারা জানবে যে তুমি একজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কেউ নয়। তুমি একটা পুতুল।

এরূপ দম্ভোক্তি শুনে ডাইওমিডিস ইতস্ততঃ করলেন। হেক্‌টরের সম্মুখীন হবার জন্যে তিনি তিনবার এগোলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি পেছিয়ে এলেন।

হেক্‌টর চিৎকার করে বললেন:

BanglaBook.org

—আমার প্রিয় দেশবাসিগণ, আপনারা তো বীর ও পুরুষ। আসুন, এবার আমরা গ্রীক জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিই।

হেক্‌টরের এই কথায় দেবী হেরা বিশেষ ব্যথা পেলেন। তিনি অলিম্পাসে তাঁর সিংহাসনের ওপরে বসে রাগে কেঁপে উঠলেন।

কিন্তু তিনিও অসহায়। জিউসের সাবধানবাণী তাঁর মনে পড়ল।

এদিকে হেক্‌টর তো জাহাজগুলি ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এমন সময় হেরা দৈববাণীতে অ্যাগামেম্‌ননকে সকল বিপদ্ জানিয়ে দিলেন।

অ্যাগামেম্‌নন তখন একটা জাহাজের মাস্তুলের ওপর উঠে সকল গ্রীক সৈন্যকে ডেকে বললেন :

—ছিঃ ছিঃ, তোমরা না গ্রীক! যুদ্ধে আসবার আগে তোমরা না বলেছিলে যে এক একজন পঞ্চাশজন ট্রয় সৈনিককে হত্যা করবে। কিন্তু কোথায় রইলো তোমাদের সেই বড়াই? আজ হেক্‌টরের ভয়ে হাজার হাজার গ্রীক সেনা পালাচ্ছে। তোমরা যদি সাহসী না হও, তাহলে সে আমাদের সমস্ত জাহাজ পুড়িয়ে ফেলবে।

অ্যাগামেম্‌ননের কণ্ঠস্বর অশ্রু ভারাক্রান্ত।

গ্রীক সৈন্য উৎসাহিত হয়ে আবার আক্রমণ শুরু করল। ফলে ট্রয়ের কিছু ক্ষতি হোল বটে, কিন্তু হেক্‌টর অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে বহু গ্রীক বীরকে হত্যা করলেন।

এরকম সময়ে টিউক্রাস নামে এক গ্রীক বীর হেক্‌টরের রথের চালককে বধ করে হেক্‌টরকে মাটিতে ফেলে দিলে।

তখন হেক্‌টর একটা হুংকার দিয়ে বিরাট একটা প্রস্তরখণ্ড নিয়ে টিউক্রাসের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

লোকটা তখন সবেমাত্র একটা তীর ছোড়বার উপক্রম করছিল, ঠিক সেই সময়ে পাথরটা বেগে গিয়ে লাগল তার মাথায়। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। প্রচুর রক্তপাত হতে লাগলো। কাছেই

BanglaBook.org

ছিলেন অ্যাজ্যাক্স। তিনি অন্য দু একজন গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে আহত বীরকে ধরাধরি করে গ্রীকশিবিরে নিয়ে গেলেন।

গ্রীকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠল।

তারা প্রায় সকলেই হাতজোড় করে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে।

হেক্‌টর তারপর তাঁর এক ভাইকে রথ চালাতে বলে গ্রীকদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বহু গ্রীকের জীবনপাত হোল।

রাত্রি আসন্ন।

হেক্‌টর সৈন্য-সামন্তদের বিশ্রামের জন্যে নির্দেশ দিলেন।

গ্রীকরাও তাদের শিবিরে ফিরে গেছে।

সামনে নদী।

সেই নদী থেকে মুখ ধুয়ে সকলে এসে দাঁড়াল এমন একটা স্থানে যেখানে কোন নিহত ট্রোজান বা গ্রীক পড়ে নেই।

রাত্রির জন্য সেখানেই তাদের ছাউনি ফেলা হোল।

হেক্‌টর প্রচুর ভোজের ব্যবস্থা করে বললেন :

—এখানে আমাদের মিত্রপক্ষীয় অনেক রাজা আছেন। আর আছে আমাদের দেশবাসিগণ। আমি সবাইকে উদ্দেশ করে বলছি, আমরা যেন না ভাবি যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে আর গ্রীকরা পরাজিত। কাল সকালে তারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করবে। হয়তো তারা রাত্রিতেও আক্রমণ করতে পারে। আমাদের খুব সাবধানে রাত্রি-যাপন করতে হবে। প্রহরার ব্যবস্থা উপযুক্ত হওয়া চাই।

—তাছাড়া তারা এই সুযোগে আমাদের দেওয়াল অতিক্রম করে শহরের মধ্যে ঢুকতে পারে। শহরে যুবক ও বীর কেউ নেই। সবাই আমরা দেওয়ালের বাইরে—যুদ্ধক্ষেত্রে। আপনাদের মধ্যে একজন এখুনি গিয়ে প্রত্যেক বালিকা ও বৃদ্ধকে শহর পাহারা দেবার জন্যে নিযুক্ত হতে বলে আসুন, আর প্রত্যেক বাড়ির সামনে

BanglaBook.org

যেন মশাল জ্বালিয়ে রাখা হয়। সারারাত মশাল জ্বালিয়ে রাখতে হবে বলে আসুন।

হেক্‌টরের কথা শেষ হলে একজন ট্রয় সৈন্য শহরের দিকে হেক্‌টরের এই আদেশ শুনিয়ে আসতে চলে গেল।

আর জয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সে রাত্রিতে উন্মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রি যাপন করলে।

উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন ট্রয় সৈন্যগণ রাত্রিযাপন করছে, তখন গ্রীক শিবিরে কারু চোখে ঘুম নেই।

হেক্‌টরের তাণ্ডব যুদ্ধ-লীলা দেখে গ্রীকবীরগণ ভীত, শঙ্কিত।

রাজা অ্যাগামেম্‌নন স্তম্ভিত হয়ে পাংশুমুখে বসে আছেন।

শেষে এক সময়ে তিনি ঘোষণা করলেন :

—বন্ধুগণ, যুদ্ধের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনে হয় আমাদের অবরোধ তুলে দিয়ে গ্রীসে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। আর বৃথা রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন নেই। স্বয়ং দেবরাজ জিউস আমাদের প্রতি বিরূপ।

একথায় অনেকেই হর্ষধ্বনি করে উঠল।

কিন্তু নেস্টর তাদের বাধা দিয়ে বললেন :

—কিন্তু রাজা, আমার একটা কথা নিবেদন করবার আছে। আজও অ্যাকিলিস জীবিত। তিনি তাঁর জাহাজে রয়েছেন। যুদ্ধের মত এত প্রিয় জিনিস তাঁর কাছে কিছু আর নেই। প্রচুর উপহার পাঠিয়ে তাঁকে একবার ডেকে আনুন। দেখবেন, এ-যুদ্ধের গতি অন্যদিক নিয়েছে।

বিজ্ঞ নেস্টরের কথায় অনেকেই সায় দিলেন। অ্যাজ্যাক্স, ওডিসিউস ও অন্যান্য নেতারা সকলেই তৎক্ষণাৎ অ্যাকিলিসের কাছে, যাবার জন্যে সম্মত হলেন।

অ্যাগামেম্‌নন তখন বললেন :

—বৃদ্ধ নেস্টর, আপনার উপদেশ সারগর্ভ সন্দেহ নেই। তবে তিনি কি আসবেন? যাই যোক, আমি তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন

BanglaBook.org

পাঠিয়ে আনবার চেষ্টা করছি। তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে মোট পাঁচজন যাবে। ওডিসিউস চতুর ব্যক্তি, তিনিই তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

এই কথামত ওডিসিউস আর চারজন গ্রীক নেতাকে নিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে এসে হাজির হলেন।

অ্যাকিলিস তখন একটা বীণা বাজাচ্ছিলেন, আর তাঁর প্রিয় সহচর প্যাট্রোক্লাস ছিলেন তাঁর পাশে বসে।

দূর থেকে ওডিসিউসকে দেখতে পেয়ে তিনি সসম্মানে তাঁদের নিয়ে এলেন অ্যাকিলিসের গৃহে।

অ্যাকিলিস বীণা ফেলে তাদের বললেন :

—পুরানো বন্ধুদের দেখলে মনে বড়ই আনন্দ হয়। আপনাদের দেখে আমার সেই আনন্দ হচ্ছে। আসুন, পানাহার করুন।

ক্রীতদাসরা এসে তাদের সামনে প্রচুর আহার্য দিয়ে গেল।

পানাহারে তৃপ্ত হয়ে ওডিসিউস তখন তাঁর বক্তব্য অতি সংক্ষেপে জানালেন। বললেন :

—রাজা অ্যাগামেম্‌নন আপনার সঙ্গে কলহ করে খুব অনুতপ্ত। তিনি প্রচুর উপহার পাঠিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে যে বন্দিনী ব্রিসিসকে নিয়ে কলহের উৎপত্তি তাকেও ফেরত পাঠিয়েছেন। যুদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ। হেক্‌টর প্রায় গ্রীক বীরদের শেষ করে এনেছে। আপনিই এখন একমাত্র গ্রীকদের ভরসা।

অ্যাকিলিস কিন্তু এতে শান্ত না হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্রোধে তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কপালের শিরা উঠল ফুলে। চিৎকার করে বললেন :

—ঐ শয়তানটার হয়ে আপনারা একটি কথাও বলবেন না। যে অপমান সেদিন সভাস্থলে সে আমাকে করেছিল তার কোন প্রতিকার নেই। আপনারা অতিথি, আপনাদের অমর্যাদা আমি করব না। আপনারা এখুনি এখান থেকে চলে যান।

BanglaBook.org

অনেক অনুনয়-বিনয় করা হোল, কিন্তু অ্যাকিলিসের সংকল্প টলল না।

ফিরে এসে যখন ওডিসিউস এ খবর অ্যাগামেম্ননকে দিলেন, তখন গ্রীকশিবিরে নেমে এলো একটা বিরাট নৈরাশ্য। সকলেই বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল। কারও মুখে কোন কথা বেরোল না।

তখন ডাইওমিডিস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন :

—দেখুন, আপনারা বৃথাই নিরাশ হচ্ছেন। অ্যাকিলিস উপহারে ভোলবার পাত্র নয়। সে বীর, সে যোদ্ধা। যখন যুদ্ধের পিপাসা তার জেগে উঠবে, তখন সে ঠিক এসে হাজির হবে আপনাদের মাঝখানে। সবাই আশ্বস্ত হোন এবং কালকের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়া যাক।

ডাইওমিডিসের কথা নেস্টর ও অন্যান্য নেতারা সমর্থন করলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আট

সেদিন রাতে যখন ট্রয় সৈন্যগণ পরম আনন্দ উপভোগ করছে, তখন রাজা অ্যাগামেম্ননের চোখে নিদ্রা নেই। তিনি বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন।

তাঁর ভাই মেনেলাউস তার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরে ট্রয় শহরের মধ্যে জ্বলন্ত মশালের দিকে চেয়ে কী ভাবছিলেন কে জানে? কিছুক্ষণ বাদে অ্যাগামেম্নন তাঁর বর্ম পরিধান করে আর হাতে বর্শা নিয়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই মেনেলাউস তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

—দাদা, কোথায় যাচ্ছ?

অ্যাগামেম্নন ভাইয়ের বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বললেন ঃ

—ভাই, একবার দেখা দরকার ট্রোজানরা রাত্রে প্রহরা দিচ্ছে না নিদ্রা যাচ্ছে। অথবা, তারা রাতে হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি করছে না তো? আর আমাদের পাহারা জোরদার আছে তো?

—না সে বিষয়ে ভাববার কিছু নেই। আমি তো জেগেই আছি।

—ঠিক আছে।

অ্যাগামেম্নন ঘুমন্ত গ্রীকশিবিরের মাঝখান দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন।

কার যেন কণ্ঠস্বর!

—কে যায় ওখানে, তুমি কে? বল শীগ্‌গির, নয় তো বর্শা নিক্ষেপ করব।

BanglaBook.org

এ তো বৃদ্ধ রাজা নেস্টরের গলা।

অ্যাগামেম্‌নন উত্তর দিলেন :

—আমি রাজা অ্যাগামেম্‌নন!

তাই তো!

—এত রাত্রিতে তুমি কি করে বেড়াচ্ছ?

—দেখছি, আমাদের পাহারা ঠিক আছে কিনা। কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। একবার কাউকে পাঠিয়ে জানলে হোত না, ট্রয় সৈন্যরা এখন কি করছে? তারা কি রাত্রিতে আমাদের আকস্মিক আক্রমণে দুর্বল করে ফেলবে বলে ফন্দী আঁটছে না তো?

নেস্টর উত্তর দিলেন :

—তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সেরকম সাহসী ও ধূর্ত লোক কোথায় পাওয়া যাবে? কেউ কি যেতে রাজী হবে?

এমন সময় সেখানে ওডিসিউস এসে হাজির হলেন। তিনিও জেগে ছিলেন। তাঁর চোখেও ঘুম ছিল না।

ওডিসিউস বললেন :

—আমি খোঁজ নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু শত্রুপক্ষের শিবিরে একাকী যাওয়া উচিত নয়। সঙ্গে আর একজন থাকলে ভাল হোত।

শেষ পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুঁজির পর আর একজনকে ওডিসিউসের সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল। তিনি ডাইওমিডিস।

উভয়ে বর্শা ও তরবারি নিয়ে শত্রুর শিবিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

এদিকে হেক্‌টর সেই গভীর রাত্রিতে একটা সভা ডেকে পরামর্শ করতে বসেছিলেন।

তিনি সকলকে ডেকে বললেন :

—আমরা যেন ঘুমিয়ে না পড়ি। শত্রু যে অতর্কিতে কখন আক্রমণ করবে তা বলা যায় না। আমাদের উচিত শত্রুর গতিবিধি জেনে আসা। কেউ কি একবার খোঁজ নিয়ে আসতে পারবেন?

BanglaBook.org

কেউ রাজী হয় না।

শেষে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখালে ডোলোন নামে একজন বীর রাজী হোল। সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র নিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল।

মাঝে বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র।

চারিদিকে শত শত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। দু একটা কুকুর শেয়াল ঘোরাফেরা করছে। তাদের মধ্যে দিয়ে ডোলোন এগিয়ে চলল গ্রীক শিবিরের দিকে।

একটা পদশব্দ শুনে ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস মৃতদেহের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন। লোকটা কে ?

ডোলোনের মনে কোন সন্দেহ হয় নি। সে ভাবে নি এই গভীর রাত্রে কোন ফাঁদ তার জন্যে পাতা হয়েছে। তবুও সেও একটা শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

সে খানিকটা এগিয়ে গেছে, এমন সময় ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস তাদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে ডোলোনের পশ্চাতে ছুটে গেলেন।

ডোলোন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে ভাবলে, হেক্‌টর বোধহয় তাঁর মত বদলেছেন, তাই আর কেউ তাকে খবর দিতে এসেছে।

কিন্তু তার ভুল ভাঙতে বেশী দেরি হোল না।

একটা বর্শা তার পাশ দিয়ে মাটিতে গেঁথে গেল।

ডোলোন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার কবজি ধরে ফেললেন।

ডোলোন তোতলাতে তোতলাতে বললে :

—আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।

ওডিসিউস বললেন :

BanglaBook.org

—ভয় কি বন্ধু! ভয়ের কিছু নেই! আমরা তোমাকে মারব না। এখন বলো তো একাকী এত রাত্রে তুমি এখানে কি করছ? কোন মৃতদেহ খুঁজছ, না গুপ্তচর-বৃত্তি করছ! চরের কাজই করছ, তাই না? কে পাঠিয়েছে, হেক্‌টর?

ডোলোন আমতা আমতা করে বললে:

—আমি বোকার মত হেক্‌টরের কথা মেনে নিয়েছি, সে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছে।

মৃদু হেসে ডাইওমিডিস জিজ্ঞাসা করলেন:

—হেক্‌টর কোথায় আছে? হেক্‌টর কি আবার আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করছে, না দেওয়ালের মধ্যে চলে যাবে?

ডোলোন কাঁপতে কাঁপতে বললে:

—আমি আপনার সব কথার উত্তর দিচ্ছি। শুধু ট্রোজানদের নিয়েই হেক্‌টর একটা সভা ডেকেছে। তাঁরা রাত্রিতে আক্রমণ করতে চান। তাঁরাই শুধু জেগে আছেন। আর আমাদের মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা নিদ্রিত।

এই বলে ডোলোন ট্রয়শিবিরের সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করলে।

বর্ণনা যেমনি শেষ হোল, অমনি ডাইওমিডিস এক তরবারির আঘাতে ডোলোনের মাথাটা ধড় থেকে পৃথক করে ফেললে। একটা চিৎকার পর্যন্ত তার বেরোল না।

ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস ডোলোনের ছিন্নমস্তক সেখানেই ফেলে রেখে ট্রোজানদের ঘুমন্ত মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের মধ্যে চারজনকে হত্যা করে নিজেদের শিবিরে ফিরে এলেন।

নেস্টর ও অ্যাগামেম্‌নন অত্যন্ত খুশী হয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যুদ্ধদেবী অ্যাথেনীর উদ্দেশ্যে পূজা সেরে পরদিনের যুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে বসলেন।

BanglaBook.org

নয়

ভোরের আলো তখন সবেমাত্র আকাশে দেখা দিয়েছে।

গ্রীকশিবিরে ইতিমধ্যেই যুদ্ধের চাঞ্চল্য।

হেক্‌টর চাকরদের ডেকে বললেন: যাও, শীগ্‌গির আমার বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসো।

যুদ্ধসাজে সজ্জিত গ্রীকদের চারিদিকে ছুটোছুটি আর চেঁচামেচি।

ট্রয় সৈন্যরাও তাদের নেতাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে।

দূর থেকে হেক্‌টরকে একবার আসতে ও যেতে দেখা যাচ্ছে। সৈন্যদের তিনি কি যেন নির্দেশ দিচ্ছেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হোল।

হুংকার ছেড়ে অ্যাগামেম্‌নন আক্রমণ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি একজন ট্রোজান সেনাপতিকে বধ করলেন।

ক্রমে একে একে তাঁর আঘাতে বহু ট্রয় সেনাপতি ধরাশায়ী হোল।

চারিদিকে বর্শার সোঁ সোঁ শব্দ আর তরবারির ঝনঝনা।

শত শত ট্রয় সৈনিক আহত বা নিহত হচ্ছে।

এমন সময় দৈববাণী হোল:

—হেক্‌টর, ভয় নেই, তোমার সৈন্যদের সাহস দাও। রাজা অ্যাগামেম্‌নন আহত হয়ে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করলেই তুমি গ্রীকদের হটিয়ে নিয়ে যাবে আর রাত্রি পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড চালাবে। দেবরাজের এই নির্দেশ!

এদিকে গ্রীকরা খুব চাপ দিচ্ছে। অ্যাগামেম্‌নন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে চলেছেন। এমন সময় ইফিডেমাস নামে একজন ট্রোজান সেনাপতি বর্শা ছুড়ে যে হাতে অ্যাগামেম্‌নন ঢাল ধরেছিলেন, সেই হাতটা বিদ্ধ করলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

banglaboi.org

কিন্তু অ্যাগামেম্ননকে নিবৃত্ত করা গেল না। তিনি তরবারি বার করে ইফিডেমাসের ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

ক্রমে তাঁর হাত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হোল বটে, কিন্তু যন্ত্রণায় তিনি কাতর হয়ে যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে শিবিরের দিকে রথে করে চলে গেলেন।

তখন হেক্‌টর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে চিৎকার করে বললেন :

—বন্ধুগণ, আপনাদের বীরত্ব দেখাবার সময় এসেছে। অ্যাগামেম্ননন পালিয়েছেন। জয়, ট্রয়ের জয়!

হেক্‌টরের এই নতুন আক্রমণ গ্রীকগণ সহ্য করতে পারলেন না। তাঁদের বহু বীরের নিপাত হোল।

ক্রমেই যখন ট্রয় সৈন্য এগিয়ে আসছে, আর গ্রীকের জাহাজ ধ্বংসের জন্য ছুটছে, তখন ওডিসিউস ডাইওমিডিসকে বললেন :

—এসো, আমরা প্রতিরোধের জন্যে দাঁড়াই! হেক্‌টর যে আমাদের জাহাজের দিকে আসছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস যখন বহু ট্রয় সৈনিককে মৃত্যুমুখে পাঠাচ্ছেন, সেই সময় হেক্‌টর তাঁদের দেখতে পেয়ে তাঁদের দিকে ছুটে এলেন।

ডাইওমিডিস কম্পমান হৃদয়ে বলে উঠলেন :

—হেক্‌টর আমাদের দিকে আসছে! খুব সাবধান!

এই বলে তিনি বর্শা ছুড়লেন।

বর্শা এত জোরে গিয়ে হেক্‌টরের শিরস্ত্রাণে লাগল যে তিনি হাঁটু গেড়ে পড়ে গেলেন এবং মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারালেন :

ডাইওমিডিস এই সুযোগে নিক্ষিপ্ত বর্শাটা তুলে আবার মারতে যাবেন, এমন সময় হেক্‌টরের জ্ঞান ফিরে এলো এবং তিনি অতিকষ্টে রথের মধ্যে ঢুকে প্রস্থান করলেন।

ডাইওমিডিস বিদ্রূপ করে বললেন :

—ওরে কুকুর, অল্পের জন্যে খুব বেঁচে গেলি। আর একবার দেখা হলে, তোকে আর জ্যান্ত ফিরে যেতে হবে না।

BanglaBook.org

এদিকে ডাইওমিডিস যেমনি এক নিহত শত্রুর ঢাল ও বর্শা নেবার জন্যে নতজানু হয়েছে, অমনি একটা মৃতদেহের আড়াল থেকে রাজকুমার প্যারিস তীর ছুড়ে ডাইওমিডিসকে আহত করলেন।

তীর লেগেছিল তাঁর দক্ষিণ পায়ে। এমনভাবে তীরটা বিঁধেছিল যে ডাইওমিডিসকে মাটিতে আটকে রেখেছিল।

ডাইওমিডিস যখন বসেছিলেন তখন ওডিসিউস পাহারা দিচ্ছিলেন।

এখন তিনি যেমনি তীরটা পা থেকে টেনে তুললেন, অমনি ফিনকি দিয়ে এত রক্ত বেরিয়ে এলো যে ডাইওমিডিস প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ওডিসিউস তাকে পাঠিয়ে দিলেন শিবিরে।

ওডিসিউসকে এখন একাকী বিরাট ট্রোজান বাহিনীর সম্মুখীন হতে হোল। অন্য কোন বীর সেনাপতি আর কেউ নেই, সবাই শিবিরে পলাতক।

অতএব ট্রয় সৈন্যবাহিনীর এই সুযোগ।

তাঁকে মারবার জন্যে চারিদিক থেকে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। কিন্তু ওডিসিউস কিছুমাত্র ভীত না হয়ে সমস্ত অস্ত্রই প্রতিহত করলেন।

এমন সময় একজন ট্রয় সৈনিক তাঁকে এক ধার থেকে আক্রমণ করে তাঁর কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত হানলে।

অত্যন্ত আহত হলেও ওডিসিউস একাকী যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

কিন্তু যন্ত্রণায় তিনি অত্যন্ত কাতর।

মুখ বিবর্ণ।

হাতের অস্ত্র কাঁপছে।

বোধ হয় এবার জীবন বিপন্ন হবে ভেবে তিনি সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলেন।

BanglaBook.org

অ্যাজ্যাক্স আর মেনেলাউস এই চিৎকার শুনতে পেয়ে বেগে ছুটে এলেন তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে।

এখন প্রায় সকল গ্রীক নেতাই আহত!

কেউ কেউ নিহত।

গ্রীকগণ পশ্চাদপসরণ করে শিবিরের দিকে পালালেন।

তখন ট্রোজানগণ হর্ষধ্বনিতে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তুলেছে।

এদিকে অ্যাকিলিস বসে আছেন তাঁর দীর্ঘ জাহাজের ওপর।

তিনি যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করছিলেন।

একটির পর একটি বীর আহত হয়ে শিবিরে ফিরে যাচ্ছে দেখে তিনি মর্মাহত হলেন।

তখন তিনি তাঁর বন্ধু ও শিষ্য প্যাট্রোক্লাসকে বললেন:

—যে অবস্থা দেখছি, তা অত্যন্ত শোচনীয়। হয় তো অবিলম্বে গ্রীকগণ আমার কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করবে। কিন্তু আমি সাহায্য করব না। আজও আমার বুকে সেই অপমানটা বিঁধে আছে। কিন্তু প্যাট্রোক্লাস তুমি একবার তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে এসোগে নেস্টর কাকে তাঁর গাড়িতে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসছে। আমার তো মনে হয় সে ডাক্তার ম্যাক্যাওন। ঘোড়াগুলো এত জোরে ছুটে গেল যে আমি তার মুখখানা দেখতে পেলাম না।

প্যাট্রোক্লাস দ্রুত ছুটে গেলেন নেস্টরের শিবিরে। তাঁবুর মধ্যে দেখলেন বৃদ্ধ নেস্টর ম্যাক্যাওনের ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছেন।

প্যাট্রোক্লাসকে দেখে নেস্টর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন:

—যদি সমস্ত গ্রীক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাতে আর অ্যাকিলিসের কি হবে? সে তো বেশ আছে। সে কি জানে যে ডাইওমিডিস, ওডিসিউস, অ্যাগামেম্‌নন সবাই আহত, আর প্যারিসের তীরে আহত ম্যাক্যাওনকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। আমার যৌবন

BanglaBook.org

থাকলে, আমি না হয় একবার চেষ্টা করে দেখতুম! কিন্তু তুমি যাও, অ্যাকিলিসকে বলগে যাও, যদি সে নিজে নাও আসতে পারে, অন্ততঃ সে তোমাকে তার বর্মটা দিতে পারে। তাহলে হয়তো ট্রয়বাসী ভাববে তুমিই অ্যাকিলিস, এবং ভীত হয়ে পড়বে। তারা ভয় পেলেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। যাও যাও, দেরি কোরো না। এখনও সময় আছে। এখনও আমরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইনি।

নেস্টরের কথাগুলি প্যাট্রোক্লাসের বুকে গিয়ে মর্মান্তিক ভাবে বিঁধল। তিনি ছুটে গেলেন অ্যাকিলিসের কাছে।

এদিকে নেস্টর আহত ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার ম্যাক্যাওনের কাঁধ থেকে তীরটা টেনে তুলে ক্ষতস্থান বেশ করে ধুয়ে একখণ্ড পরিষ্কার সাদা কাপড় দিয়ে জোর করে বেঁধে দিলেন।

প্যাট্রোক্লাস যখন গ্রীকদের হয়ে অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে যোগদান করবার জন্যে জেদ করতে লাগলেন, তখন অ্যাকিলিস বললেন—

—তোমার কি মনে পড়ছে না বন্ধু, অ্যাগামেম্‌নন আমাকে কি অপমান করেছিল? সে কথা কি ভোলবার?

কিন্তু প্যাট্রোক্লাস সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

তখন অ্যাকিলিস বাধ্য হয়েই প্যাট্রোক্লাসকে তাঁর নিজের বর্মটা দিয়ে বললেন:

—আচ্ছা, যাও, এই বর্ম পরে তুমি ট্রয় সৈন্যদের ঠকিয়ে কার্যোদ্ধার কর। আর আমার নিজস্ব যত সৈন্য আছে তাও নিতে পার। কিন্তু সাবধান, ট্রয় সৈনিকদের ভুল বুঝো না, তারাও যুদ্ধ করতে জানে।

প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের সুপরিচিত বর্ম পরিধান করলেন। সূর্যের কিরণের মতই বর্ম তাঁর গায়ে ঝলমল করে উঠল।

মারমিডন সৈন্যদের নিয়ে তিনি যুদ্ধস্থলের মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন। এখানেই যুদ্ধ তুমুল হয়ে উঠেছিল। শত শত গ্রীক সৈন্য প্রাণ হারাচ্ছিল। আহতদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখর।

BanglaBook.org

যেমন বাতাস এসে কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি প্যাট্রোক্লাস ট্রয় সৈনিকদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন গ্রীক শিবিরের কাছ থেকে।

কিন্তু তাই বলে যে ট্রোজানরা ভীত হয়ে পালাতে লাগল তা নয়। বরঞ্চ তারা আরও বীরত্ব দেখিয়ে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই করলে। লড়াই করতে করতে তারা পিছনে ফিরতে বাধ্য হোল। প্যাট্রোক্লাস আর তার সৈন্যরা এমন চাপ দিয়েছিল।

প্যাট্রোক্লাস ও মেনেলাউস দুটি বীর ট্রোজান সৈন্যদের ধরাশায়ী করলেন আর নেস্টরের দুই বীর পুত্রও ট্রয়ের বন্ধু লিসিয়ার রাজার লোকদের বধ করতে লাগলেন।

ট্রয় সৈন্য কিছুতেই পেরে উঠছে না। হটতে আরম্ভ করল।

এমন সময় প্যাট্রোক্লাস অ্যাকিলিসের অমর ঘোড়াতে চেপে ছুটে এলেন লিসিয়ার রাজা সার্পডনের সামনে।

দুই বীর মুখোমুখি হতেই দুজনেই দুজনের ওপর হিংস্র দুই ঈগল পাখির মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এত ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ চলেছে যে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

শুধু তাদের অস্ত্রের শব্দ আর কণ্ঠের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

তুমুল যুদ্ধের পর প্যাট্রোক্লাস সার্পডনকে বর্শা-বিদ্ধ করতে সমর্থ হলেন।

একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সার্পডন ধরাশায়ী হলেন।

লিসিয়া-রাজ ছিলেন স্বয়ং দেবরাজ জিউসের পুত্র। তাই তিনি দুঃখে মুহ্যমান হয়ে প্রিয় পুত্রকে দেখবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

প্রতিজ্ঞা করলেন পুত্রঘাতক প্যাট্রোক্লাসকে শাস্তি দিতে হবে।

এদিকে প্যাট্রোক্লাস তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ট্রয়-নগরীর দেওয়াল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন।

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে, তার সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না। অবরুদ্ধ নগরীর মধ্যে তিনি এবার প্রবেশ করবেন, কারু বাধা দেবার শক্তি নেই।

কিন্তু মানুষের আর সাধ্য কতটুকু!

ট্রয় অধিকারের সময় এখনও আসেনি।

তাই সূর্যদেব অ্যাপোলো এসে দাঁড়ালেন ট্রয়ের প্রাচীরে।

তাঁর ভাস্বর দীপ্তি দেখে প্যাট্রোক্লাস মুহূর্তের জন্যে থেমে গেলেন।

সূর্যদেব চিৎকার করে জানালেন ঃ

—বীর প্যাট্রোক্লাস, ফিরে যাও। ট্রয় তুমি কেন, তোমার চেয়ে শক্তিশালী অ্যাকিলিসও অধিকার করতে পারবে না। দেবতাদের ইচ্ছে তা নয়।

অতএব প্যাট্রোক্লাসকে ফিরতে হোল।

ট্রয় অধিকার হোল না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দশ

ট্রয় নগরীর প্রধান ফটক।

ফটকের সামনে একটি বিশাল রথ।

তার পাশে দাঁড়িয়ে হেক্‌টর চিন্তাকুল।

তিনি ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন। তিনি কি আর একবার যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন না সৈন্যদের দেওয়ালের মধ্যে ডেকে এনে আশ্রয় দেবেন?

এমন সময়ে হেক্‌টরের এক বন্ধুর ছদ্মবেশ নিয়ে অ্যাপোলো দেবের আবির্ভাব হোল।

তিনি হেক্‌টরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন:

—এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার মত বীরের শোভা পায় না। যাও, সাহস করে প্যাট্রোক্লাসকে আক্রমণ কর। হয়তো অ্যাপোলো দেব তোমাকে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহায্য করবেন। যাও বীর, দেরি করো না।

তৎক্ষণাৎ হেক্‌টর ঘোড়া ছুটিয়ে প্যাট্রোক্লাসের সম্মুখীন হবার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

হেক্‌টরের এক ভাই রথ চালাচ্ছিল।

দুর্দান্ত বেগে রথ গ্রীক সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে হাজির হোল।

অন্য কোন বীরের দিকে দৃক্‌পাত না করে হেক্‌টর সোজা গিয়ে প্যাট্রোক্লাসের কাছে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বীর মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। তার বাঁ হাতে বর্শা। তিনি ডান হাতে বিরাট একটা প্রস্তরখণ্ড তুলে নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

তারপর লক্ষ্য ঠিক করে সেই প্রস্তরখণ্ড হেক্‌টরের রথচালক ভাইয়ের মাথায় মারলেন।

ভাইটা উলটে রথ থেকে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার খুলি গেল ফেটে।

তখনো পর্যন্ত প্যাট্রোক্লাসের কোন আঘাত লাগেনি। কিন্তু তাঁর গর্ব তাঁর সর্বনাশের কারণ হোল।

তিনি হেক্‌টরের ভাইকে নিজের রথে তোলবার চেষ্টা করতে গেলে হেক্‌টর তার মাথাটা ধরে ফেললেন। আর প্যাট্রোক্লাস তার পা-টা ধরে টানাটানি করতে লাগলেন।

একদিকে হেক্‌টর আর তাঁর কয়েকজন সৈনিক আর অন্যদিকে প্যাট্রোক্লাস ও তাঁর কয়েকজন সৈনিক হেক্‌টরের ভাইয়ের দেহটাকে নিয়ে "টাগ-অব-ওয়ার" করে চলেছে। যেন দুই উন্মত্ত সিংহ একটা হরিণকে নিয়ে টানাটানি করছে।

এদিকে সৈন্যদের উন্মত্ত দাপাদাপিতে ধুলো উড়ছে, চারিদিক্ প্রায় ধুলোয় ঢেকে গেছে বললে হয়। সমস্ত রণাঙ্গনেই বর্শা আর তীরের জাল বিস্তৃত।

অবশেষে প্যাট্রোক্লাস হেক্‌টরের ভাইয়ের মৃতদেহ গ্রীক শিবিরে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি আবার লাফ দিলেন আক্রমণ করতে।

তিনবার তিনি আক্রমণ চালালেন। প্রতিবার তিনি ন'জন করে ট্রয় সৈনিকের প্রাণ বিনাশ করলেন।

চতুর্থ আক্রমণ কিন্তু সুখের হোল না।

এ সময় হেক্‌টরের সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হোল।

প্যাট্রোক্লাস রণদানবের মত যুদ্ধ করে চলেছেন।

কিন্তু অ্যাপোলো দেব তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি প্যাট্রোক্লাসকে পেছন থেকে মারলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বীরের শিরস্ত্রাণ মাটিতে ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

এর পূর্বে কখনও এই শিরস্ত্রাণ মাটিতে লুটোয়নি। কারণ অপরাজেয় অ্যাকিলিস ঐ শিরস্ত্রাণের মালিক।

অ্যাপোলোর আঘাতে প্যাট্রোক্লাস প্রায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় হেক্‌টরের বর্শাঘাতে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

পেটের মধ্যে বর্শা ঢুকে গিয়েছিল।

এইভাবে একজন মহাবীরের পতন হোল।

মৃত্যু আসন্ন। হেক্‌টর তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন :

—কিছুদিন আগেও তুমি গর্ব করে বলেছিলে যে আমাদের এই সুন্দর শহর অধিকার করে আমাদের মা-বোনদের গ্রীসে নিয়ে যাবে। আজ তোমার সে গর্ব রইলো কোথায়? তুমি এখন মৃত্যুমুখে। তোমার মত শিশুকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে অ্যাকিলিস ভাল করেনি।

প্যাট্রোক্লাস উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ :

—হেক্‌টর, এখন গর্ব করবার পালা তোমার, কেন না, দেবতারা আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। ন্যায়যুদ্ধে আমি তোমার সঙ্গে লড়তে ভয় পাইনি, কিন্তু অ্যাপোলো দেব আমাকে প্রথমেই আঘাত করলেন। তবে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে তোমাকে সাবধান করে যাচ্ছি, তোমারও আয়ু আর বেশী দিন নেই, কারণ অ্যাকিলিস স্বয়ং তোমাকে ট্রয়ের ফটকের সামনে হত্যা করবে।

এইভাবে সেই বীর যুবকের মৃত্যু হোল, তাঁর আত্মা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে পাতালে। গ্রীক শিবির শোকে সমাচ্ছন্ন।

হেক্‌টর তখন প্যাট্রোক্লাসের দেহ থেকে তাঁর বর্শাটা খুলে নিলেন।

তাঁর রথটাও নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রথচালক ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা চলে গেল অ্যাকিলিসের কাছে।

যুদ্ধের আর একটা অধ্যায় শেষ হোল।

BanglaBook.org

এগারো

প্যাট্রোক্লাসের পতন দেখে মেনেলাউস অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি শোকে মুহ্যমান বললেই হয়।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র শোকের স্থান নয়।

তাই মেনেলাউস শোক ভুলে মৃতদেহকে রক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

দ্রুত ছুটে গিয়ে সকল গ্রীককে ডেকে আনলেন মৃতদেহ রক্ষা করবার জন্যে।

যুবক প্যাট্রোক্লাসের দেহ থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

প্যাট্রোক্লাসের দেহ ফেলে রেখে হেক্টর সরে গেলেন।

কিন্তু বন্ধু গ্লকাস তাঁকে কাপুরুষ বলে সম্বোধন করাতে হেক্টর অপমানিত হলেন।

গ্লকাস বললেন :

—এসো, আমরা প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ট্রয়ের প্রাচীরের মধ্যে নিয়ে যাই। তাহলে সার্পডনকে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তবে কিনা তুমি অ্যাজাক্স-এর ভয়ে ভীত, আর চাইছ যে আমরাই একাজ সম্পন্ন করি।

হেক্টর ভ্রূকুটি করে উত্তর দিলেন :

—তুমি বুদ্ধিমান্ হয়ে যে এরকম বোকার মত কথা বলবে, তা ভাবতে পারিনি! অ্যাজাক্স-কে আমি ভয় করব? কেউ আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না; এসো, আমার কাছে এসে দাঁড়াও। শীগ্‌গির তুমি বুঝতে পারবে আমি কাপুরুষ, না এখনও আমি গ্রীকদের নিকাশ করবার ক্ষমতা রাখি।

BanglaBook.org

হেক্‌টর তখন সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

—বন্ধুগণ, তোমরা সবাই বীর, বীরের ন্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাও। এখনি আমি ফিরে আসছি। অ্যাকিলিসের বর্মটা পরব, ওটাই তো প্যাট্রোক্লাসকে বধ করে পেয়েছি। আর ঐ বর্মে গ্রীকদের অনেক ভুলচুক হবে।

ক্ষিপ্রপদে হেক্‌টর তফাতে গেলেন!

দূতেরা যুদ্ধের অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে চলেছিল ট্রয় নগরীর প্রাচীরে ঘেরা প্রাসাদের মধ্যে। তাদের হাতে নিজের বর্মটা পাঠিয়ে দিয়ে তিনি অ্যাকিলিসের বর্ম পরিধান করলেন।

হেক্‌টরের দেহে বর্মটা বেশ চমৎকার মানিয়েছিল।

হেক্‌টর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

যুদ্ধ করবার অদম্য স্পৃহা তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল!

মনে হোল যেন যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যাকিলিসই চলাফেরা করছেন।

হেক্‌টর আবার বললেন :

—বন্ধুগণ, আমাদের স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাতে হলে এখনই আক্রমণ করতে হবে। হয় জয়, নয় মৃত্যু! ঐ দেখ, অ্যাজাক্স প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ রক্ষা করছে। তাকে তাড়িয়ে দেহটা ট্রয়ে নিয়ে যেতে হবে। একাজে যে সাহায্য করবে, সে প্রচুর পুরস্কার পাবে, তাছাড়া প্যাট্রোক্লাসকে বধ করবার গৌরবও তার অর্ধেক।

অমনি বর্শা নিক্ষিপ্ত হোল হাজারে হাজারে।

কিন্তু তবুও অ্যাজাক্স ও মেনেলাউসকে মৃতদেহ থেকে কেউ সরাতে পারল না।

অবিরাম বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এ অবস্থায় বেশিক্ষণ প্রাণ বাঁচানো শক্ত।

অ্যাজাক্স বীর বটে, কিন্তু মূর্খ নয়। অবস্থার গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি মেনেলাউসকে উদ্দেশ করে বললেন :

—যদি আমাদের সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়ানো না যায়, তাহলে

BanglaBook.org

এই সব বর্শার হাত থেকে আমাদের বাঁচবার কোন পথ নেই। আমরা প্যাট্রোক্লাসের পবিত্র মৃতদেহ রক্ষা তো করতে পারবই না, আমরা নিজেরাও মরব। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করুন।

চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝন আর আহতদের আর্তনাদের মধ্যে মেনেলাউস চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তিনি জানালেন :

—হে গ্রীক বীরগণ, আমি আপনাদের সকলকে এই কোলাহল আর ভিড়ের মধ্যে ঠিক চিনতে পারছি না যে নাম ধরে সাহায্য চাইব। তবে আপনারা যদি সাহায্য না করেন, তাহলে প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ ট্রয়ের শৃগাল কুকুরের খাবার হবে।

অনেক বীরই মৃতদেহ রক্ষার জন্যে ছুটে এলো।

ট্রয় সৈনিকরা কিছুতেই তাদের হাত থেকে মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে পারলে না।

উভয় পক্ষই অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।

উভয় দিকেই তীর আর বর্শা বর্ষিত হচ্ছে।

গ্রীকরা চাইছে মৃতদেহ তাদের শিবিরে নিয়ে সৎকার করতে বীরের মর্যাদা দিয়ে, আর ট্রোজানরা চাইছে সেই মৃতদেহ শৃগাল-কুকুরের মুখে তুলে দিতে।

অনেক চেষ্টার পর মেনেলাউস ও অ্যাজাক্স মৃতদেহ তাঁদের কাঁধের ওপরে তুললেন।

ক্রুদ্ধ ট্রয় সৈনিকরা মৃতদেহ এভাবে চলে যেতে দেখে আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু অ্যাজাক্স ও অন্যান্য বীর যখন তাদের আক্রমণ করতে এগোলেন, তখন তারা পালিয়ে গেল।

একটা রথের ওপরে মৃতদেহ ফেলা হোল।

তারপর অদ্ভুত বেগে ছুটে চলল সেই রথ।

BanglaBook.org

রক্ষী হিসেবে পেছনে রইলেন গ্রীকদের বাছা বাছা বীর।

ইতিমধ্যে অ্যাকিলিস তার নিজের জাহাজের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখছিলেন।

গ্রীক সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পলাতক দেখে তিনি কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মুখের উপরে পড়ল উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

মনে মনে তিনি বলে উঠলেন :

—হে ভগবান্, প্যাট্রোক্লাস যেন নিহত না হয়!

মনে যখন এরকম একটা ভয় আর উদ্বেগ, ঠিক সেই সময় তার এক বন্ধুর প্রবেশ।

তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

সে অ্যাকিলিসকে উদ্দেশ করে বললে :

—অ্যাকিলিস, আমি এক দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।...প্যাট্রোক্লাস নিহত।...গ্রীকগণ তাঁর মৃতদেহ সৎকারের জন্যে শিবিরে আনতে চাইছে, কিন্তু ট্রোজানরা বাধা দিচ্ছে। ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, আর হেক্টর তাঁর শরীর থেকে বর্মটা নিয়েছে খুলে।

এই বলে বন্ধুটি আর্তনাদ করে উঠল।

বীর অ্যাকিলিস, অজেয়, অপরাজেয় অ্যাকিলিসও কাঁদতে লাগলেন।

তাঁর সেই উচ্চ চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল।

তাঁর মা থেটিস দেবীর কানেও সে কান্নার রোল গিয়ে পৌঁছল।

থেটিস পুত্রের কান্নায় কাতর হয়ে পুত্রের কাছে দেখা দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন :

—বাছা, কেন তুমি কাঁদছ? গ্রীকরা তোমাকে যে অপমান করেছে, তার জন্যেই তাদের এই ফলভোগ করতে হচ্ছে। বাছা, তুমি কি অ্যাগামেম্ননের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

উত্তরে অ্যাকিলিস বললেন :

BanglaBook.org

—সে কথা সত্যি মা! কিন্তু এখন যে আমার প্রিয় বন্ধু মারা গেছে। যাকে আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসতুম, যাকে না হলে আমার একদণ্ড চলত না, সেই আমার প্রিয় সঙ্গীর আজ পতন হয়েছে। আমি কি করে চুপ করে থাকি বল তো? আমি তাকে তো হারিয়েছি, তার ওপর আমার বর্মও তারা কেড়ে নিয়েছে। বর্শার আঘাতে যতক্ষণ না হেক্‌টরকে বধ করতে পারছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।

পুত্রের এরকম কাতরোক্তি শুনে থেটিস মর্মাহতা হলেন। বিষাদ-ভরা কণ্ঠে বললেন:

—বৎস, তুমি যদি হেক্‌টরকে বধ করো, তাহলে তোমাকেও মরণ বরণ করতে হবে। এই তোমার নিয়তি।

অ্যাকিলিস এবার ক্রুদ্ধ হলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন:

—বন্ধুকে যখন আমি বাঁচাতেই পারলাম না, আমার মৃত্যুই ভাল। বিদেশে বিভুঁয়ে সে মারা গেল, আর হেক্‌টর যাদের মেরে ফেললে আমি তাদের কাউকে কোন সাহায্যই করতে পারলুম না। কি মর্মান্তিক ব্যাপার। কি কুক্ষণেই না আমাদের ঝগড়া হয়েছিল। তা নাহলে আজকে ইতিহাস অন্যরকম হোত। এখন আমাকে কলহের কথা ভুলে যেতেই হবে, আর যুদ্ধে গিয়ে যে হেক্‌টর আমার প্রিয় বন্ধুকে হত্যা করেছে, সেই হেক্‌টরকে বধ করে আমার প্রতিশোধ নিতে হবে। এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।

থেটিস উত্তর দিলেন:

—বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া অবশ্য তোমার উচিত। কিন্তু তোমার বর্ম তো হেক্‌টরের কাছে, সেই এখন সেটা পরে আছে। আর একদিন অপেক্ষা কর। আমি বিশ্বকর্মাদেব হেফিস্টাসের তৈরী একটা চমৎকার বর্ম কাল তোমার জন্যে এনে দোব। একটা দিন অপেক্ষা কর মাত্র।

শোকে মুহ্যমান অ্যাকিলিসকে ফেলে থেটিস তাঁর স্বগৃহে ফিরে গেলেন।

BanglaBook.org

বার

প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ নিয়ে চলে গেলেও গ্রীকগণ খুব বেশী দূর যেতে পারেনি। বর্শার আঘাতে তখনও তাদের দূর থেকে বিদ্ধ করা যায়।

ঈনিয়াসকে সঙ্গে করে হেক্‌টর বর্শার আঘাতে কয়েকজন গ্রীককে বধ করে মৃতদেহকে গ্রীকদের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু দেবতাদের ষড়যন্ত্রের জন্যে তাঁকে হার মানতে হোল।

দেবী হেরার চক্রান্তে দৈববাণী হোল :

—অ্যাকিলিস, তুমি এরকম দুর্বল হয়ে পড়ছ কেন? তোমার প্রিয় বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলেছে। হেক্‌টর তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে ট্রয়ের প্রাচীরে সাজিয়ে রেখে দেবে। ওঠ, জাগো, মৃতের প্রতি সম্মান দেখাও।

অ্যাকিলিস জানালেন :

—আমি কি করব? আমি অসহায়। আমার বর্ম নেই।

আবার দৈববাণী হোল :

—তুমি শুধু একবার ট্রোজানদের দেখা দাও। তোমাকে দেখেই ট্রয় সৈন্য ভয়ে পেছিয়ে যাবে। আর গ্রীকরা সেই সময়টার সদ্‌ব্যবহার করবে।

অ্যাকিলিস তখন উঠে দাঁড়ালেন।

একটা উঁচু জায়গায় এসে চারিদিকে তাকিয়ে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন, মনে হোল যেন বজ্রের শব্দ।

BanglaBook.org

সেই কণ্ঠস্বর ট্রয় সৈন্যদের কাছে পরিচিত।

তাদের রথের চাকা গেল থেমে, তারা পালাতে চেষ্টা করলে।

তিনবার তিনি যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে গর্জন করলেন আর প্রতিবার এমন একটা আতঙ্ক ছড়ালো যে বারজন ট্রয় সৈনিক নিহত হোল। কেউ বা মরল অপরজনের বর্শার মধ্যে গেঁথে গিয়ে, কেউ বা ভয়ে পালাতে গিয়ে রথের চাকায় গুঁড়ো হয়ে গেল।

সেই সুযোগে গ্রীকগণ একটা খাটিয়ায় করে মৃতদেহ নিয়ে এলো অ্যাকিলিসের কাছে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন অনাবৃত মৃতদেহ দেখে অ্যাকিলিস আকুল কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন।

সেদিন সারারাত ধরে মৃতদেহকে ঘিরে কান্নাকাটি চলল।

একসময় কাঁদতে কাঁদতে অ্যাকিলিস মৃতদেহকে স্পর্শ করে বললেন :

—বন্ধু, তোমার সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু তোমার সমাধি হবার আগে আমি হেক্‌টরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। তার ছিন্নমুণ্ড আর আমার বর্ম নিয়ে এসে তোমাকে উপহার দেব, তবেই তোমার করব সমাধি-রচনা। আমার অন্তরে যে কতখানি বেদনা জেগেছে তা তোমাকে জানাবার জন্যে আমি শপথ করছি যে তোমার কবরের কাছে চারজন বীর ট্রোজানের গলা কেটে ফেলব।

এইভাবে শোক জানিয়ে অ্যাকিলিস তাঁর সমস্ত অনুচরদের শোকপ্রকাশ করবার আদেশ দিলেন।

তারা মৃতদেহকে পরিষ্কার স্থানে শুইয়ে দিলে। তারপর ফুটন্ত গরম জল দিয়ে আহত স্থানগুলি ধুইয়ে পরিষ্কার করে সারা দেহটায় অলিভ তেল ও মলম লাগালে। এরপর একখণ্ড পরিষ্কার সাদা চাদরে দেহটাকে ঢেকে দেওয়া হোল।

BanglaBook.org

তের

এদিকে বিশ্বকর্মাদেবের কাছে থেটিস এসে যখন হাজির হোল, তখন তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসে কতকগুলো সোনার চাকা তৈরি করছিলেন। কারখানার চারিদিকেই কাজ হচ্ছে। প্রচণ্ড গরম। আর তেমনি কান-ফাটান হাতুড়ির শব্দ!

থেটিসকে দেখেই বিশ্বকর্মাদেব বলে উঠলেন :

আরে! কি আনন্দের কথা। তুমি হঠাৎ এসে পড়লে যে! তোমার আবির্ভাব বড়ো একটা তো ঘটে না।

থেটিস কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন :

—একটা বড় জরুরী কাজে এসেছি।

আশ্বাস দিয়ে বিশ্বকর্মা বললেন :

—বলো আমি কি করতে পারি! সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই আমি তা তোমার জন্যে করব।

থেটিস তখন অ্যাগামেম্‌নন ও অ্যাকিলিসের কলহের কথা জানিয়ে এবং প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু ও অ্যাকিলিসের বর্ম হরণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বললেন :

—আমার ছেলের জন্যে একটা অপূর্ব বর্ম তৈরি করে দিতে হবে, এই আমার প্রার্থনা।

উত্তর দিলেন বিশ্বকর্মা :

—হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! আমি একটা এমন বর্ম তৈরি করে দোব, যা দেখে পৃথিবীর লোক অবাক্ হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

বর্ম তৈরি করা হলে থেটিস সেটি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বিশেষ করে এরকম ঢাল তিনি দেবী হয়েও কোথাও দেখেননি।

বর্মটি নিয়ে থেটিস অলিম্পাস পর্বত থেকে নেমে এলেন।

BanglaBook.org

চোদ্দ

প্যাট্রোক্লাস-এর জন্যে সারারাত ধরে অ্যাকিলিস কান্নাকাটি করলেন।

পরের দিন সকালে থেটিস এসে তাঁকে দিয়ে গেলেন বিশ্বকর্মার তৈরী বর্মটি।

উদীয়মান সূর্যের আলোয় ঐ বর্মটি জ্বলজ্বল করে উঠল। এমন কি গ্রীকরাও এই বর্মের গঠনপ্রকৃতি দেখে ভীত হোল। অ্যাকিলিসের মনে কিন্তু আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না।

বর্ম হাতে নিয়েই অ্যাকিলিসের মনে পড়ল তাঁর হাতের সামনে যে গুরু কর্তব্য রয়েছে তার কথা। বন্ধুর প্রতিশোধ! বন্ধুর প্রতিশোধ নিতেই হবে।

তীরভূমি ধরে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

গ্রীকদের ডাক দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন:

—কে কোথায় আছ, দেশপ্রাণ গ্রীক, আমার সঙ্গে যোগ দাও।

গ্রীকরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আশ্বস্ত হোল, সবাই মিলিত হয়ে অ্যাকিলিসকে ঘিরে দাঁড়ালে, তিনি কি বলেন শোনবার জন্যে।

এমন কি আহত বীর সৈনিক ও নেতারাও এলেন। এলেন ওডিসিউস, ডাইওমিডিস, মেনেলাউস ও অ্যাগামেম্‌নন। গ্রীক বীরদের মধ্যে এই চারিটি রত্ন।

অ্যাকিলিস সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন:

—অ্যাগামেম্‌নন, আমাদের মধ্যে কলহ পুষে রাখা আর উচিত নয়। আসুন, অতীতে যা হয়েছে আমরা তা ভুলে যাই, আর আসুন আমরা হাতে হাত মিলাই। অবশ্য আপনি আমার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেছেন, তার তুলনা হয় না। তাহলেও তা ভুলে গিয়ে আসুন আমরা গ্রীক সৈনিকদের আবার নতুন করে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করি।

BanglaBook.org

অ্যাকিলিসের কথা শুনে সারা গ্রীক শিবিরে অপূর্ব চাঞ্চল্য আর আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

অ্যাগামেম্‌নন তখন বীরকণ্ঠে বললেন :

—বীর গ্রীকগণ, আমার পরমপ্রিয় বন্ধুগণ, আমার কথা শুনুন। আমি পাগল না হলে অবশ্যই অ্যাকিলিসকে অপমান করতাম না। আমার দোষের জন্যে আমি অনেক সময় অনুতাপ করেছি আর এ জন্যে কি কষ্টভোগ করেছি তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। এখন আমি আবার তাঁকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করতে চাই। আর এই নতুন বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আমি তাঁর শিবিরে প্রচুর উপহার পাঠিয়ে দোব। তিনি যেন আর না ফিরিয়ে দেন। তারপর আমরা সবাই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবো।

অ্যাকিলিস বললেন :

—অ্যাগামেম্‌নন, আমি আপনার বন্ধু, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আপনার উপহারের জন্যে ধন্যবাদ। আসুন, এবারে আপনারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হোন, আর আমি যা বলি ও করি, আপনারা তাই করুন।

পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যে বিস্তীর্ণ রণভূমি ঢেকে গেল। রৌদ্রে অস্ত্রগুলি ঝকমক করতে লাগল। আর যখন দুই বিপক্ষ সৈন্যদল মুখোমুখি হোল, তখন তাদের পদভরে পৃথিবী কাঁপতে লাগল।

অ্যাকিলিস ট্রয় সৈন্যদের ওপরে দুর্দান্ত আক্রমণ চালালেন। গল্পে আছে এই যুদ্ধের সময় স্বয়ং দেবতারাও অলিম্পাস পর্বত থেকে নেমে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

অ্যাকিলিস দেবতার মতই যুদ্ধ করছিলেন।

যে ট্রোজান সৈনিককেই তিনি সামনে পেলেন, তাকেই বধ করলেন। তাঁর হাত থেকে কোন একজন ট্রয়ের বীর নিষ্কৃতি পেলেন না।

শত্রুপক্ষের কোন অস্ত্রই অ্যাকিলিসের অপূর্ব উজ্জ্বল ঢালটি ভাঙতে পারল না। বর্শা লেগে ফিরে আসতে লাগল।

BanglaBook.org

ট্রয় সৈনিকগণ পিছু হটতে লাগল।

যে নদীটা ট্রয়কে বেষ্টন করে আছে, অবশেষে হটতে হটতে তারা সেই নদীর তীরে এসে পৌঁছল।

এখানে এসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যাকিলিসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে।

কিন্তু অনেকেই পালাতে না পেরে প্রাণভয়ে লাফিয়ে পড়ল খরস্রোতা নদীর মধ্যে।

তারপর তারা নদীস্রোতে ভেসে চলল।

উচ্চ একটা গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম যুদ্ধের এই দৃশ্য দেখছিলেন।

অ্যাকিলিসের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ট্রয় সৈনিকদের পিছু হটে আসতে দেখে তিনি চিন্তান্বিত হলেন।

পশ্চাৎগামী সৈনিকদের প্রবেশের জন্যে তিনি প্রহরীদের আদেশ করলেন :

—প্রাচীরের সকল ফটক খুলে দাও। সৈনিকগণ শহরে প্রবেশ করুক।

তৃষ্ণায় কাতর, ধুলায় ধূসরিত, রক্তে আবৃত সৈনিকগণ হাঁফাতে হাঁফাতে শহরের দিকে ছুটছিল। আর অ্যাকিলিস ও গ্রীক সৈন্যগণ তাদের অনুসরণ করছিল।

ট্রয় সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে উন্মুক্ত দ্বারপথে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ল হাজারে হাজারে।

কিন্তু হেক্‌টর ভিতরে ঢুকলেন না।

প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত।

প্রায়াম হেক্‌টরকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন।

বললেন :

—হেক্‌টর, হেক্‌টর, তুমিও প্রাচীরের মধ্যে ঢুকে পড়। ওখানে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি অ্যাকিলিসের বিশাল ঢাল দেখতে পাচ্ছি। সে এগিয়ে আসছে। সে তোমারই খোঁজ করছে।

কিন্তু তাঁর এই চিৎকার আর আবেদন বৃথাই হোল।

হেক্‌টর তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

প্রায়াম বৃদ্ধ। তাঁর বড় ছেলে হেক্‌টর, তাঁর নয়নের মণি।

তিনি আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকলেন :

—প্রিয় পুত্র, একাকী অ্যাকিলিসের জন্যে ওখানে অপেক্ষা করে থেকো না। দরজা খোলা আছে, তুমি ঢুকে পড়।

কিন্তু হেক্‌টর তেমনি নিরুত্তর।

তিনি তখন হাত নেড়ে আবার বললেন :

—প্রিয় পুত্র, আমার কথা শোন। তোমার চেয়ে অ্যাকিলিস অনেক বেশী শক্তিশালী। সে দয়া-মায়া-হীন, সে তোমাকে বধ করবেই। আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু তুমি বেঁচে থাকলে আমরা কোন ক্ষতিকেই ক্ষতি বলে ভাবব না।

কিন্তু হেক্‌টর তেমনি অবিচলিত। নগর-প্রাচীরের ধারে নিজের ঢালটি রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাকিলিসের অপেক্ষায়।

অবশেষে অ্যাকিলিস এসে উপস্থিত হলেন হেক্‌টরের কাছে।

ভয়ংকর একটা দানবের মত দেখাচ্ছিল এই গ্রীক বীরকে।

সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল তাঁর সোনালী বর্ম।

সর্বশরীরে রক্তের ধারা।

এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে হেক্‌টরের বীর হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্যে কম্পিত হোল।

কিন্তু তবুও তিনি তেমনি অবিচলিত।

অকম্পিত কণ্ঠে তিনি অ্যাকিলিসকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

অ্যাকিলিস বর্শা নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল।

তখন হেক্‌টর নিক্ষেপ করলেন তাঁর বর্শা।

BanglaBook.org

বর্শাটি অ্যাকিলিসের ঢালে লেগে কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে দুখানা হয়ে ভেঙে গেল।

হেক্‌টর তখন খাপ থেকে তরবারি বার করে লাফিয়ে পড়লেন অ্যাকিলিসের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকিলিসও তরবারি দিয়ে হেক্‌টরের ঘাড়ে আঘাত করলেন।

সেই আঘাতের প্রচণ্ড বেগ হেক্‌টর সহ্য করতে পারলেন না।

তিনি ধুলোর ওপরে পড়ে গেলেন।

অ্যাকিলিস তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গর্বভরে বললেন : এবার কি রকম লাগছে, দাম্ভিক হেক্‌টর? প্যাট্রোক্লাসকে বধ করার আনন্দ তোমার দু দিনও ভোগ করতে হোল না। ভেবেছিলে, চুরি করা বর্মটা রক্ষা করবে, কেমন? প্রতিশোধ নিতে পেরেছি তাহলে? এবার তোমার দেহটা হবে কুকুর ও শকুনির খাদ্য।

হেক্‌টরের শ্বাসনালী আহত হয়নি।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন :

—তোমার কাছে যা কিছু পবিত্র তাঁদের নাম করে বলছি, তুমি আমার মৃতদেহটাকে সমাধি দেবার জন্যে আমার বাপ-মার কাছে ছেড়ে দিও।

কর্কশ কণ্ঠে অ্যাকিলিস উত্তর দিলেন :

—নরাধম, ওসব আবেদন নিবেদন আমার কাছে নিষ্ফল। কবর দেবার কথা আর বলতে হবে না! পারলে আমি তোমার কাঁচা মাংসই গিলে খেতাম! প্রায়াম যদি তোমার দেহের ওজনের সোনাও আমাকে দেয়, তাহলেও কিছু হবে না। শকুনিরা তোমার পেটের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, কুকুরেরা হাড়গুলো চিবোবে। পৃথিবীর কেউ তোমার দেহকে কবর দেবার জন্যে নিয়ে যেতে পারবে না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

উত্তর দিলেন হেক্‌টর, ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ তাঁর কণ্ঠস্বর :

BanglaBook.org

—তোমার পাষাণ, ইস্পাতের মত কঠিন হৃদয় আমি বৃথাই গলাবার চেষ্টা করছি। তবুও সাবধান, বলে যাচ্ছি। দেবতারা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। শীগ্‌গির তাঁরা তোমাকে হত্যা করবার মতলব করবেন। তুমি যত বীর সৈনিকই হও না কেন, প্যারিস তোমাকে বধ করবেই!

মৃত্যুর ছায়া নেমে এলো হেক্‌টরের চোখে।

তিনি মারা গেলেন।

অ্যাকিলিস যখন হেক্‌টরের বর্ম খুলে নিলেন, তখন সমবেত গ্রীক সৈনিকগণ উলঙ্গ দেহটা দেখে বিস্ময় বোধ করলে। অপূর্ব ছিল তাঁর দেহগঠন, আর কি সুদৃঢ় ছিল তাঁর মাংসপেশী।

বিদ্রূপ করতে করতে হেক্‌টরের উলঙ্গ দেহের ওপরে কেউ বসাল বর্শা, কেউ বা তরবারি!

অ্যাকিলিস তাদের থামিয়ে বললেন:

—বন্ধুগণ, যথেষ্ট হয়েছে! এবার জয়গান কর। আমরা বিরাট গৌরব অর্জন করেছি! ট্রোজানদের কাছে দেবতার মত হেক্‌টরকে আমরা বধ করেছি।

তারপর তিনি হেক্‌টরের মৃতদেহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবার জন্যে পায়ের গোড়ালি ও গোছের মাঝখানে গর্ত করলেন।

এই গর্তগুলোর মধ্যে দিয়ে কাঁচা চামড়ার দড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দড়িটা রথের পেছনে বেঁধে দিলেন।

তারপর অ্যাকিলিস রথে চড়ে জোর কদমে ঘোড়া ছোটালেন।

সপাং সপাং করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল।

বিদ্যুদ্‌বেগে ঘোড়া ছুটতে লাগল গ্রীক শিবিরে।

হেক্‌টরের মৃতদেহ রথের পেছনে মাটিতে ঘষড়াতে ঘষড়াতে চলল।

ধুলো উড়তে লাগল।

হেক্‌টরের লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে খসে খসে যাচ্ছিল।

সেই সুদর্শন চেহারা মাটিতে কাদায় বিমলিন হয়ে গেল।

এ হেন বীরের দেহ এইভাবে নোংরা অপবিত্র করে অ্যাকিলিস তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন।

BanglaBook.org

পনের

অ্যাকিলিস গ্রীক শিবিরে ফিরে এসে প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহের সামনে হেক্‌টরের মৃতদেহ ফেলে রাখলেন।

রথের ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়ে তিনি প্যাট্রোক্লাসের জন্যে আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

তখনই আবার প্রতিহিংসার কথা মনে পড়ল।

হেক্‌টরের মৃতদেহটা ঠিক নতজানুর ভঙ্গীতে রেখে তার মাথাটা প্যাট্রোক্লাসের খাটের ওপরে ঠেকিয়ে রাখা হোল।

এ দৃশ্য দেখে মনটা হালকা হতেই তিনি উঠে পড়লেন রক্তমাখা হাত-মুখ ধুয়ে আসার জন্যে।

গরম জল আনা হল।

সেই জলে শরীরের চাপ চাপ রক্ত তুলে ফেলে রাজা অ্যাগামেম্‌নন যে প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য পাঠিয়েছিলেন তা নিঃশেষে খেয়ে ফেলে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু ক্লান্তি সত্ত্বেও তাঁর ঘুম হল না।

বিছানায় ছটফট করতে করতে সময় কেটে গেল।

রাত গভীর হয়ে গেছে।

চোখে এতটুকু ঘুম নেই।

এমন সময় হঠাৎ সামনে দেখতে পেলেন প্যাট্রোক্লাসের আত্মাকে।

সে বলছে :

—বন্ধু, আমাকে আজও এভাবে ফেলে রেখে দিলে। আর দেরি কোরো না। আমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন না করলে আমি পরলোকের পথে ছাড়পত্র পাচ্ছি না।

সচকিত হয়ে অ্যাকিলিস বন্ধুর আত্মাকে আলিঙ্গন করতে গেলেন, কিন্তু প্যাট্রোক্লাসের আত্মা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

তাঁর শয্যা থেকে উঠে পড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন পাগলের মত। হেক্‌টরের উলঙ্গ মৃতদেহটা নিয়ে আবার প্যাট্রোক্লাসের খাটের চারদিকে তিনবার ঘুরিয়ে এনে ধুলোর ওপরে ফেলে দিলেন। কিছুতেই শান্তি আসছে না তার। কিছুতেই ঘুম নেই।

সকাল হতেই অ্যাকিলিস প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহ সৎকারের জন্য আদেশ দিলেন।

বিশাল আয়োজন শুরু হোল।

এদিকে প্রায়ামের প্রাসাদে কান্নার রোল উঠেছে।

প্রায়াম উন্মত্তের মত আচরণ করছেন।

এমন সময় দৈববাণী হল :

—প্রায়াম, আর দেরি কোরো না। দামী দামী উপহার নিয়ে অ্যাকিলিসের কাছে গিয়ে তোমার ছেলের মৃতদেহ চেয়ে নিয়ে এসো। অ্যাকিলিসকে যতখানি নিষ্ঠুর ভাবছ, সে ততো নিষ্ঠুর নয়। প্রার্থীকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় ও কখনো তাকে বিমুখ করে না।

প্রায়াম এই দৈববাণী শুনে আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বড় বড় দুটো ঠেলাগাড়ি সুসজ্জিত করতে বললেন।

গাড়ি দুটিতে অজস্র মূল্যবান্ উপহার দ্রব্য বোঝাই করে তিনি দৈববাণীর নির্দেশমত একাকী রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তাঁর স্ত্রী হেকিউবা কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে বললেন :

—তোমাকে সবাই বিচক্ষণ বলে জানে, কিন্তু তুমি অ্যাকিলিসের শিবিরে একা যেতে চাইছ কেন? সেখানে গেলেই তোমার মৃত্যু ঘটবে। অ্যাকিলিস নির্মম।

উত্তরে প্রায়াম বললেন :

—না তা হয় না। আমি যাবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দৈববাণী যখন হয়েছে, তখন তাকে অমান্য করবার সাধ্য আমার নেই। আর

BanglaBook.org

আমার মৃত্যুর কথা বলছ? না, সে ভয় আমার নেই। আমি যদি হেক্‌টরের মৃতদেহটা একবার আলিঙ্গন করতে পারি, তাহলে আমি মৃত্যুকে আর ভয় করি না।

প্রায়াম আর দেরি করলেন না।

চালককে গাড়ি হাঁকাতে আদেশ দিলেন।

অ্যাকিলিসের শিবিরের কাছে এসে যখন গাড়ি দাঁড়াল তখন চারিদিক্ কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

প্রহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন, অথবা নিদ্রিত।

রথ-চালককে গাড়ির কাছে রেখে প্রায়াম নির্ভয়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

রাতের আহার শেষ করে অ্যাকিলিস তখন চিন্তামগ্ন ছিলেন।

প্রায়াম তাঁর হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন:

হে বীর, তোমার বাবার মতই আমি বৃদ্ধ। তবু তোমার বাবার সান্ত্বনা আছে এই ভেবে যে, একদিন তাঁর অ্যাকিলিস ফিরবে। কিন্তু আমার তো সে সান্ত্বনা নেই। তবে যদি আমার ছেলের মৃতদেহ সৎকারের জন্যে ফিরিয়ে দাও তো কিছু সান্ত্বনা পাই। অবশ্য আমি তোমাকে প্রচুর মুক্তিপণ দিতে প্রস্তুত। আর সে মুক্তিপণ আমি দুটো গাড়িতে করে বোঝাই করে নিয়ে এসেছি। তোমার বাবার কথা ভেবে আমাকে দয়া কর। মানুষ যা কখনো করেনি, আমি তো তাই করছি—আমি আমার ছেলের হত্যাকারীর হাত চুম্বন করছি।

এই বলে প্রায়াম অ্যাকিলিসের হাতে চুম্বন করলেন।

অ্যাকিলিস ধীরে ধীরে প্রায়ামের হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

এই হতভাগ্য পিতার দিকে চেয়ে তিনিও কেঁদে ফেললেন। তিনি কাঁদলেন প্যাট্রোক্লাসের কথা ভেবে আর প্রায়াম কাঁদতে লাগলেন হেক্‌টরের জন্যে।

তারপর অ্যাকিলিস হঠাৎ উঠে পড়ে প্রায়ামকে তুলে ধরে বললেন:

BanglaBook.org

—বৃদ্ধ পিতা, তুমি কি কষ্টই না সহ্য করেছ! তা নাহলে তুমি একাকী এই শত্রুশিবিরে আসতে সাহস করলে! এসো, আমার পাশে বসো।

প্রায়াম তেমনি অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন:

—যেখানে আমার ছেলের এখনো সমাধি হল না, সেখানে আমি কেমন করে বসব, বীর। এই প্রচুর উপহার নিয়ে আমাকে মৃতদেহটা ছেড়ে দাও, আমি ট্রয়ে ফিরে তার সমাধির ব্যবস্থা করিগে।

অ্যাকিলিস কঠোর কণ্ঠে বললেন:

—না, রাজা আমি উপহারের লোভে তোমার ছেলেকে ছেড়ে দোব না। তোমার আসবার আগেই—আমি তার মৃতদেহ ছেড়ে দিতে স্থির করেছিলুম। দৈববাণী হয়েছে, আমার তো ধরে রাখবার আর শক্তি নেই। দেবতাদের সাহায্য না হলে কি তুমি একাকী প্রহরীদের এড়িয়ে এখানে আসতে পারতে।

এই বলে অ্যাকিলিস সিংহের মত লাফ মেরে দরজার বাইরে চলে গেলেন।

সেখানে দু জন সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ির দ্রব্য-সামগ্রী নামিয়ে ফেললেন।

তারপর শিবিরের কয়েকজন দাসী হেক্‌টরের মৃতদেহ বেশ করে ধুয়ে ফেলে মলম লাগিয়ে দিলে।

অ্যাকিলিস নিজে তার ওপরে একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে দিলেন।

তখন সঙ্গী দু জন মৃতদেহ গাড়িতে তুলে দিল।

কাজ শেষ হলে অ্যাকিলিস ফিরে এসে বললেন: হেক্‌টরের মৃতদেহ গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি। কাল ভোরবেলা গেলেই চলবে। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন।

আহারাদির পর প্রায়াম ও রথ-চালক শুয়ে পড়লেন।

ভোর হতে না হতেই অ্যাকিলিস তাদের পাঠিয়ে দিলেন ট্রয়ে। অ্যাগামেম্‌নন জানতে পারলে প্রায়ামের কি দুর্দশা হতো কে জানে!

BanglaBook.org

ষোল

ট্রয় নগরীর মধ্যে এখন কি ঘটছে দেখা যাক।

বিরাট্ সভা-কক্ষ বসেছে।

সকল সভাসদ্ই উপস্থিত।

সকলেই একই প্রশ্ন করছে, অতঃপর কি করা হবে।

প্রায়ামের একজন মন্ত্রী বললেন :

—হেক্টর যখন নিহত হয়েছে, তখন আর যুদ্ধ করে লাভ কি ? আর আমাদের যুদ্ধ করা নিষ্ফল। অ্যাকিলিস এবার আমাদের শহর পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে আর আমাদের বধ করবে। এখন গ্রীকদের হাতে আমাদের সোনার ট্রয় ছেড়ে দিয়ে আমাদের চলে যাওয়াই ভাল। তাহলে আমরা প্রাণে বাঁচতে পারি।

কিন্তু প্রায়াম উত্তরে বললেন :

—আমরা শহর ত্যাগ করে যাব না। অন্ততঃ ইথিওপিয়ার রাজা মেম্ননের আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমি খুব আশা করছি যে তিনি শীঘ্রই এসে পড়বেন। তবে যাই ঘটুক, বীরের মত যুদ্ধ করে মরাই ভাল। চিরকাল অজানা দেশে গিয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থই হয় না।

সেখানে রাজার আত্মীয় বিচক্ষণ পলিডেমাস উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ওপর খুব বিরক্ত বোধ করছিলেন। যুদ্ধ আর তাঁর ভাল লাগছিল না।

তিনি উত্তর দিলেন :

—যদি সত্যিই রাজা মেম্নন আসেন, তাহলে তিনি আমাদের

BanglaBook.org

ও আমাদের প্রিয় দেশকে হয়তো রক্ষে করতে পারতেন। সে বিশ্বাস আমার যে একেবারে নেই তা নয়। তার ভাগ্য খারাপ হলে তিনিও তো গ্রীকদের কাছে পরাজিত হতে পারেন। তার চেয়ে বরঞ্চ আর একটা কাজ করলে হয়।

এই বলে পলিডেমাস চুপ করলেন।

তাঁর কথা ভাল লাগছে কিনা তা বোঝবার জন্যে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর আবার বললেন :

—অনেক রক্তপাত হয়েছে আর নয়। আসুন, আমরা সুন্দরী হেলেনকে গ্রীকদের হাতে তুলে দিই। তাহলেই আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাবে। এ ছাড়া তো আর অন্য কোন পথ আছে বলে মনে হয় না।

ট্রয়ের সেরা সেরা লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁদের মুখে প্রফুল্ল ভাব দেখা গেল।

সকলেরই মনে হোল পলিডেমাস ঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু কেউ তা মুখে প্রকাশ করতে সাহস করলেন না।

কিন্তু প্যারিস রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

পলিডেমাসকে উদ্দেশ করে সে বললে :

—তুমি বৃদ্ধ, ভীরু! তোমার কথা অগ্রাহ্য। তোমার পরামর্শ শুনলে চরম নির্বুদ্ধিতা করা হবে। ইচ্ছে হলে তুমি ঘরের কোণে লুকিয়ে থাক, কিন্তু অন্য সবাই আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে আর জয়লাভ করে সম্মান অর্জন করবে।

পলিডেমাস উত্তর দিলেন :

—তোমার হঠকারিতা আর অবিমৃষ্যকারিতার জন্যেই আমরা এত কষ্টভোগ করছি। তোমার পরামর্শ শুনলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

প্যারিস জানে তার দোষের জন্যেই আজ ট্রয়ের দুঃখ। তাই সে আর বেশী কথা বলতে সাহস করলে না।

BanglaBook.org

তবুও, সুন্দরী হেলেনকে ত্যাগ করার চেয়ে সে যুদ্ধে মরাই শ্রেয়ঃ মনে করলে।

ইথিওপিয়ার রাজা মেম্‌নন এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর সঙ্গে বিশাল সৈন্যবাহিনী।

ট্রয়ের নেতারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

মেম্‌ননের বিশাল সৈন্যবাহিনী দেখে প্রায়ামও বেশ খুশী হলেন।

আবার নতুন করে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

পরের দিন।

মেম্‌ননের প্রচুর সৈন্যসংখ্যা ট্রয়ের সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে কুচকাওয়াজ করে চলল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন পরস্পরের ওপর আছড়া-আছড়ি করে পড়ে, ঠিক তেমনি গিয়ে ট্রয়ের সৈন্য গ্রীক সৈন্যের ওপরে পড়ল।

এক ভীষণ, প্রচণ্ড যুদ্ধ হল।

সৈন্যদের পদভরে পৃথিবী কাঁপতে লাগল।

রণক্ষেত্রের ডানদিকে অ্যাকিলিস দুই বীর ট্রোজান নেতার জীবনদীপ নির্বাপিত করলেন।

বাম দিকে মেম্‌নন আক্রমণ করলেন গ্রীক সৈনিকদের।

বৃদ্ধ নেস্টরের দিকে প্রথমে তিনি তাঁর বর্শাটা ছুড়লেন।

বর্শাটা নেস্টরের বুকের মধ্যে দিয়ে হয়তো সোজা চলে যেতো, কিন্তু নেস্টরের ছেলে বাবাকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের বুক পেতে দিলে।

বর্শাটা তখন সেই বীর যুবকের হৃদয় বিদ্ধ করে বেরিয়ে গেল, সে পড়ে গেল প্রাণহীন হয়ে ভূতলে।

তাজা রক্তের নদী বয়ে গেল।

রাগে ও দুঃখে নেস্টর উন্মত্তের মত ব্যবহার করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

তিনি ইথিওপিয়ার রাজাকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে গেলেন এবং হয়তো তিনি প্রাণ হারাতেন, এমন সময় মেম্‌নন তাঁকে চিৎকার করে বললেন :

—বৃদ্ধ, আপনাকে আমি চিনেছি। আপনি আমার পিতৃবন্ধু। আমি পিতৃবন্ধুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আপনি সরে দাঁড়ান।

বৃদ্ধ সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে বুক তখন পুড়ে যাচ্ছে।

কাঁদতে কাঁদতে তিনি ছুটলেন অ্যাকিলিসের খোঁজে।

অ্যাকিলিসকে পেয়ে নেস্টর তাঁকে মেম্‌ননের সঙ্গে যুদ্ধ করে পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই বীরের সাক্ষাৎ হল।

অ্যাকিলিস বিশ্ববিখ্যাত বীরযোদ্ধা, শরীরে অসীম শক্তি আর মনে অতুল সাহস।

মেম্‌ননও কম যান না।

দু জনেরই হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

দু জনের বর্ম সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল।

উভয়েই মৃতুকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ করে চললেন।

উভয়েই সমান বীর।

কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না।

দুই বীরেরই শরীর থেকে রক্তধারা ছুটতে লাগল আর তাদের পায়ের তলার মাটি থেকে যে ধুলো উঠল তা দুজনকে মেঘের মত ঢেকে দিলে।

কিছুই দেখা যায় না, কেবল তরবারির ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দেবতারাও এই যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

কিন্তু যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না।

মেম্‌ননের ভাগ্য বিরূপ।

BanglaBook.org

অ্যাকিলিসের তরবারি মেম্‌ননের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করে ফেললে।

একটা আর্তনাদ করে বীর ইথিওপিয়ান মরে পড়ে গেলেন।

মেম্‌ননের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ট্রয় সৈন্যগণ ইথিওপিয়ান সৈন্যদলের সঙ্গে ট্রয়ের দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করলে।

জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে অ্যাকিলিসও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

তার মনে দুর্জয় আশা, এইবার গ্রীকদের সাহায্যে তিনি ট্রয় অধিকার করতে পারবেন।

কিন্তু অ্যাকিলিস কি ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর এই যুদ্ধ জীবনের শেষ যুদ্ধ!

নিয়তি তখন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল।

ট্রয় সৈনিকদের অনুসরণ করতে করতে অ্যাকিলিস প্রায় নগরীর ফটকগুলির কাছে এসে গেছেন, এমন সময় প্যারিস তাঁকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুড়লে।

তীরটি কোথাও না লেগে লাগল গিয়ে ঠিক তাঁর বাম পায়ের গোড়ালিতে।

আর অ্যাকিলিসের শরীরের এই একটিমাত্র স্থানই মানুষের অস্ত্র বিদ্ধ করতে পারত।

কি দুর্ভাগ্য অ্যাকিলিসের।

তিনি মুহূর্তমাত্র আর দাঁড়াতে পারলেন না।

সটান পড়ে গেলেন মাটিতে - নিস্পন্দ, প্রাণহীন।

বীর অ্যাকিলিস নিহত হলেন।

হেক্‌টরের মৃত্যুকালীন ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল।

অ্যাকিলিস পড়ে গেলে, ট্রয় সৈনিকরা দেহটাকে অধিকার করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মহান্ অ্যাজাক্স এসে দাঁড়ালেন মৃতদেহের পাশে।

BanglaBook.org

তাঁর বিরাট্ বর্ম দিয়ে মৃতদেহ আড়াল করে রাখলেন আর ওডিসিউস তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ট্রয় সৈনিকদের সঙ্গে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ট্রয় সৈনিকরা একটু ক্লান্ত হলে ওডিসিউস অ্যাকিলিসের মৃতদেহ কাঁধের ওপরে ফেলে ছুট দিলেন, আর অ্যাজাক্স ট্রয় সৈনিকদের ঠেকিয়ে রাখলেন।

অবশেষে বহু বিপদ্ অগ্রাহ্য করে ওডিসিউস মৃতদেহটি গ্রীক শিবিরে নিয়ে আসতে সমর্থ হলেন।

অ্যাকিলিসের মৃত্যুতে গ্রীকগণ যেরূপ বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, এরূপ বিলাপ তাঁরা এর পূর্বে কোন বীরের মৃত্যুতে করেননি।

প্রতিটি গ্রীক অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

কান্নার বেগ কিছুটা কমে গেলে তাঁরা বিরাট্ চিতা সাজিয়ে সেই মৃতদেহ তার ওপরে তুলে দিলেন। অজস্র উপহার দ্রব্য সেই চিতায় ফেলা হল।

থেটিসও এসে হাজির হলেন কাঁদতে কাঁদতে।

পুত্রের শোকে তিনি দিশেহারা।

তারপর চিতায় আগুন জ্বালানো হোলো। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করলে।

মৃতদেহ নিঃশেষে পুড়ে গেলে গ্রীকগণ তাঁর ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করে সমুদ্রতীরে পুঁতে দিলেন।

ট্রয়ের মধ্যে তখন আনন্দের উৎসব চলেছে। হেক্টরের মৃত্যু ট্রয়ের অধিবাসীরা ভুলে যেতে লাগল।

আর তাদের মনের মধ্যে জেগে উঠল এই আশা যে, এবার গ্রীকদের ট্রয় ত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে হবে।

BanglaBook.org

সতের

এর পর কয়েকদিন কেটে গেছে।

ট্রয়ের অবরোধ তুলে গ্রীকগণ দেশে ফিরে যাবে কিনা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি।

নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে।

এমনি একদিন ওডিসিউস তাঁর শিবিরের বাইরে ঘোরা-ফেরা করছিলেন।

এমন সময় তাঁর সঙ্গে এক অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল।

—কে আপনি ?

ওডিসিউস প্রশ্ন করলেন।

সেই নিরস্ত্র লোকটি মৃদু হেসে বললে :

—আমি একজন গণৎকার।

ওডিসিউস কি একটু ভেবে বললেন :

—কিন্তু আপনাকে এখানে ঘোরা-ফেরা করতে দেখলে সবাই আপনাকে ট্রয়ের গুপ্তচর ভাববে। আর তাতে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

একথা শুনে সেই ব্যক্তি কালবিলম্ব না করে সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ওডিসিউস তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন :

—আপনি তো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আমার একটি প্রশ্ন আছে। আপনাকে উত্তর দিয়ে যেতে হবে।

বিনা সংকোচে সেই বিচক্ষণ লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন :

—বলুন

—গ্রীকগণ কি ট্রয় অধিকার করতে পারবে ?

BanglaBook.org

—সম্মুখযুদ্ধে নয়।

—তবে কি করে?

লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে বললে:

—ট্রয়ের মধ্যে একটি মন্দিরে অ্যাথেনী দেবীর মূর্তি আছে। যতদিন সেই মূর্তি মন্দিরে থাকবে, ততদিন ট্রয়ের বিনাশ নেই।

—এই মূর্তিটা সংগ্রহ করবার কি কোন বিশেষ উপায় আছে?

—আমার তা জানা নেই।

লোকটি চলে গেল।

ওডিসিউস তাকে কোন বাধা দিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা।

গ্রীক শিবিরে শিবিরে আলো জ্বলে উঠল।

ওডিসিউস কিন্তু তাঁর শিবিরে চিন্তায় মগ্ন।

কিছুক্ষণ পরে উঠে অনুচরদের আলো জ্বালতে আদেশ করলেন।

তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, মূর্তিটা তিনি চুরি করবেন।

কিন্তু ট্রয়ের কেন্দ্রস্থলে মন্দির। আর মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে মূর্তিটি।

চুরি করে মূর্তিটি সরানো সহজ কথা নয়।

তবুও চুরি তাঁকে করতেই হবে।

ডাইওমিডিস তাঁর খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন।

ওডিসিউস নিজে একজন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশ পরলেন।

তারপর তাঁর ছেঁড়া কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন একটা ধারাল তরবারি।

ডাইওমিডিসও সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হোল।

তখন উভয়ে মিলে ট্রয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র পার হয়ে যখন তাঁরা ট্রয়-নগরীর প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন ট্রয়ের ফটকে ফটকে কড়া পাহারা।

BanglaBook.org

প্রাচীরের কাছে একটা গুপ্তস্থানে ডাইওমিডিসকে লুকোতে বলে তিনি একাই ফটকের কাছে কিছু খাবার ভিক্ষে করতে এগিয়ে গেলেন।

ফটকের প্রহরী ভিক্ষুকের বেশে ওডিসিউসকে দেখে বিশেষ গ্রাহ্য করলে না।

এরকম জীর্ণ-বস্ত্র-পরা কত ভিক্ষুকই না আসে যায়!

ওডিসিউস যখন ধীরে ধীরে ফটকের মধ্যে দিয়ে নগরীর মধ্যে প্রবেশ করলে, তখনও প্রহরী কিছু বাধা দিলে না।

ওডিসিউস হাঁফ ছাড়লেন।

একদা ওডিসিউস ট্রয়ে এসেছিলেন।

তাই সমস্ত পথঘাটই তাঁর চেনা।

যে পথে গেলে মন্দির পাওয়া যায়, তিনি সেই পথই ধরলেন।

পথে যার সঙ্গেই দেখা হয়, তার কাছেই তিনি ভিক্ষা চান। কেউ তাকে কোন সন্দেহ করে না। কেউ ভিক্ষে দেয়, কেউ দেয় না।

যেতে যেতে মন্দিরের ফটকের কাছে এসে হাজির হলেন।

কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হবার আগেই থেমে গেলেন।

কে ঐ নারী?

অতুলনীয় রূপরাশি নিয়ে এগিয়ে আসছে?

এ তো হেলেন! হ্যাঁ, হেলেনই বটে!

হেলেন মন্দিরে পূজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

হেলেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেলেন এক মুহূর্তে বুঝে ফেললেন এই ভিক্ষুকটি কে?

কি ভয়ানক বিপদ্ ওডিসিউসের সামনে। এ হেলেন ভাল করেই জানে। কিন্তু রাস্তায় সাবধান করতে গেলেও বিপদ্।

তাই তাড়াতাড়ি সেই লাবণ্যবতী মহিলা চোখের ইঙ্গিতে ওডিসিউসকে তাঁর মনের কথা জানালেন।

ওডিসিউস তার পেছু পেছু গিয়ে তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

BanglaBook.org

দরজায় তালা লাগিয়ে হেলেন বললেন :

—ওডিসিউস, এ কি করছেন আপনি ? কি মহা বিপদের মধ্যে আপনি রয়েছেন আপনি কি তা জানেন না ? ট্রয়ে একাকী প্রবেশ করতে আপনি সাহস করলেন কি করে ? আমাকে এখন বলুন, ট্রয় অধিকার করার কি কোন আশা আছে ? আর যদি ট্রয় অধিকার করা যায়, তাহলে স্বামী কি আমাকে গ্রহণ করবেন, না বধ করবেন ? তাই যদি হয়, তাহলে ট্রয়ে থেকেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়ঃ।

এই বলে হেলেন আকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন।

ওডিসিউস তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে উত্তর করলেন :

—যতদিন মন্দিরে অ্যাথেনী দেবীর মূর্তি থাকবে, ততদিন গ্রীকগণ এ শহর অধিকার করতে পারবে না। প্রবাদ আছে, মূর্তিটি স্বর্গ থেকে পড়েছিল, মানুষে তৈরি করেনি। তাই আমি সেটাই সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার বন্ধু ডাইওমিডিস প্রাচীরের বাইরে অপেক্ষা করছে। আমরা দু জনে অক্লেশে মন্দিরের প্রহরীকে কাবু করে মূর্তিটা নিয়ে যেতে পারি, অবশ্য তুমি যদি আমাদের সাহায্য কর।

হেলেন কাঁদছিলেন।

এবার ওডিসিউসের সাহস দেখে চুপ করে মৃদু হাসলেন।

হেলেনকে যেন পূর্বের চেয়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দুঃখে-কষ্টে তাঁর সৌন্দর্য কিছুমাত্র ম্লান হয়নি।

অবশেষে হেলেন বললে :

—আমার মতিচ্ছন্ন না হলে এরকমটি ঘটত না। যাই হোক, গ্রীকগণ ট্রয় অধিকার করলে, আমার ভাগ্যে কি ঘটবে কেউ জানে না। তবুও আপনি গ্রীক, আপনাকে আমি সাহায্য করব। আসুন আমার সঙ্গে। কি করতে হবে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে হেলেন ওডিসিউসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শহরের মধ্যে দিয়ে হেলেন আর ওডিসিউস প্রাচীরের কাছে একটা ছোট ফটকের সামনে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

এখানে কোন প্রহরী ছিল না।

ডাইওমিডিস সেই ছোট ফটকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে ওডিসিউসের সঙ্গে যোগদান করলেন।

তারপর হেলেন উভয়কে নিয়ে তাঁর নিজের গৃহে এলেন।

হেলেন একটা গুপ্তপথ দিয়ে দু জনকে পাঠিয়ে দিলেন মন্দিরের পথে।

উভয়েরই ছদ্মবেশ।

কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার।

দু জনে সহজেই মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলেন।

প্রহরী বেড়াচ্ছিল।

পেছন থেকে এসে উভয়ে তাকে বধ করে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

মন্দিরে কেউ ছিল না।

পূজার্থীরা অনেক আগেই চলে গেছে।

মূর্তিটা সংগ্রহ করতে তখন বেশী দেরি হোল না।

ছেঁড়া কাপড়-চোপড়ের মধ্যে ঢেকে উভয়েই প্রাচীরের সেই ছোট ফটকের দিকে ছুটলেন।

গভীর অন্ধকার।

দূরে গ্রীক শিবিরে আলো জ্বলছে।

সেই আলোর নিশানা দেখে তাঁরা নিরাপদে ফিরে এলেন।

মূর্তিটা অপহৃত হবার পর গ্রীকদের ধারণা হোল, এবার নিশ্চয়ই ট্রয়ের পতন হবে।

কিন্তু যতবারই গ্রীকরা আক্রমণ করলে, ততবারই ট্রয় সৈনিকগণ তাদের তাড়িয়ে দিলে।

প্রাচীরের কাছে পর্যন্ত গ্রীক সৈন্য উপস্থিত হতে পারলে না।

অবশেষে তারা গিয়ে হাজির হোল বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ গ্রীক গণৎকার ক্যালক্যাসের কাছে।

BanglaBook.org

ক্যালক্যাস পূর্বেও যা বলেছিলেন অ্যাকিলিস সম্বন্ধে তা সত্য হয়েছিল, তাই তিনি যা বলবেন, তা শোনবার জন্যে গ্রীকগণ উন্মুখ হলেন।

তিনি বললেন :

—গায়ের জোরে সব কাজ সফল হয় না। চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। চালাকির সাহায্যে তোমাদের ট্রয় অধিকার করতে হবে।

ওডিসিউস তখন একটা চতুর মতলব আঁটতে বসলেন।

কয়েকদিন পরে ওডিসিউস গ্রীকনেতাদের ডেকে একটা বৈঠকে বসলেন।

তিনি আজ তাঁর মতলবটি সকলের অনুমোদনের জন্যে পেশ করবেন।

তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন :

—"আসুন, আমরা একটা প্রকাণ্ড বড় কাঠের ঘোড়া তৈরি করি। ঘোড়াটা এত বড় হবে যে তার মধ্যে আমাদের বাছা বাছা বীরগণ থাকতে পারবেন।

তারপর অবশিষ্ট গ্রীকগণ তাঁদের তাঁবু পুড়িয়ে ফেলে জাহাজ চালিয়ে সমুদ্রে পড়বেন, যেন তাঁরা দেশে ফিরে যাচ্ছেন।

ট্রোজানদের কাছে অপরিচিত একজন লোক অবশ্য থাকবে। তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হবে আর মুখে রক্ত ও ধুলো লেগে থাকবে।

জাহাজগুলো চলে গেলে ট্রোজানরা শহর থেকে বেরিয়ে গ্রীক শিবিরগুলো দেখতে আসবে, আর তখনই তারা কাঠের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে।

সেই সময় ঐ অপরিচিত লোকটা এসে বলবে যে গ্রীকগণ মূর্তি চুরির জন্যে অ্যাথেনী দেবীর রাগ উপশম করতে ঘোড়াটা নৈবেদ্য-স্বরূপ ফেলে গেছে। সে আরও জানাবে যে গ্রীকরা তাকে

BanglaBook.org

দেবীর নামে বলি দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে কোনরকমে পালাতে পেরেছে।

কাহিনীটা ঠিক মত যদি বলা হয়, তাহলে ট্রোজানরা অবশ্যই কাঠের ঘোড়াটা শহরের মধ্যে নিয়ে যাবে দেবী অ্যাথেনীকে সন্তুষ্ট করতে। আর আমরা কাঠের ঘোড়াটা এতই বড় করব যে সেটা ফটকের মধ্যে দিয়ে ঢুকবে না, তখন তাদের প্রাচীর ভেঙে ঘোড়াটা ঢোকাতে হবে।

শহরে নিয়ে গিয়ে তারা মন্দিরে ঘোড়াটা বসাবে।

তখন আমাদের কোন লোক আগুনে জ্বেলে আমাদের জাহাজ-গুলোকে সংকেত দেবে।

সংকেত দিয়ে সে ঘোড়ার মধ্যে থেকে আমাদের বীরদের বেরিয়ে আসতে বলবে।

তারপর গ্রীকগণ জাহাজে করে ফিরে এসে প্রাচীরের ফাটল দিয়ে শহরে ঢুকবে, আর বীরগণ ঘোড়া থেকে বেরিয়ে সমস্ত ফটকের প্রহরীকে মেরে ফটক খুলে দেবে।

এইভাবে ট্রয়কে এখন আমরা অধিকার করতে পারি। সহজ পথে যুদ্ধ করে জয়লাভ হবে না।

ওডিসিউস যখন এই মতলবের কথা জানালেন, তখন গ্রীক নেতারা তা কার্যে সম্পন্ন করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখালে।

গ্রীক সৈন্যদলে এপিয়াস নামে একজন খুব নামকরা মিস্ত্রী ছিল।

ঘোড়া তৈরি করবার জন্যে তাকে ভার দেওয়া হোল।

অ্যাগামেম্ননের নির্দেশে শত শত লোক ইডা পাহাড়ের বনে কাঠ কেটে আনতে চলে গেল।

রাশি রাশি কাঠ জড়ো করা হলে এপিয়াস কিভাবে ঘোড়া তৈরি করতে হবে তার নির্দেশ দিলে।

অল্প নামকরা কয়েকজন মিস্ত্রি কয়েক দিন খেটে একটা বিরাট-কায় অপূর্ব ঘোড়া তৈরি করলে।

BanglaBook.org

ঘোড়াটার মাথা ও লেজ এমন সুকৌশলে তৈরি করা হোল যেন মনে হতে লাগল ঘোড়াটা জীবন্ত।

এইভাবে ঘোড়া তৈরী হয়ে গেলে ওডিসিউস বললেন :

—বন্ধুগণ, কে যে প্রকৃত বীর, তার প্রমাণ দেবার এখন সময় হয়েছে। আমরা একটা মহা বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছি। আমরা ঘোড়ার মধ্যে লুকিয়ে থাকব, তারপর হয় জয় নয় মৃত্যু। ধরা পড়লে যে মৃত্যু সুনিশ্চিত সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব প্রাণের আশা ত্যাগ করে আপনারা ভেতরে আসুন। আমাদের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবাই তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে টেনিডস নামে দ্বীপের দিকে যাত্রা করবে। সেখানে তারা অপেক্ষা করবে। তারপর ট্রয় থেকে আগুনের সংকেত পেলে তারা ট্রয়ের দিকে ফিরে আসবে।

আর একটা কথা। এখানে অনেক সাহসী যুবক আছে। তাদের মধ্যে যে ট্রোজানদের কাছে অপরিচিত, সে থাকুক, আর আমরা যে কাহিনী বলতে বলেছি, সে সেই কাহিনী ট্রোজানদের বলুক।

গ্রীকদের মধ্যে সাইমন নামে এক গ্রীক যুবক ছিল।

সে যুদ্ধে যেত না।

নেতাদের ফাইফরমাশ খাটত।

সেই যুবকটি উঠে দাঁড়িয়ে বললে :

—আমি রাজী আছি।

তার দিকে চেয়ে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। পূর্বে সে কখনও এরূপ সাহস দেখায়নি।

যাই হোক, তার হাত বাঁধা হোল। মুখে রক্ত আর ধুলো ছিটিয়ে দেওয়া হোল।

তারপর বাছা বাছা বীরগণ মই বেয়ে ফাঁপা ঘোড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

BanglaBook.org

প্রথমে প্রবেশ করলেন পিরাস। ইনি অ্যাকিলিসের পুত্র।

তারপর সগর্বে বীর মেনেলাউস প্রবেশ করলেন।

তারপর প্রবেশ করলেন ওডিসিউস ও ডাইওমিডিস।

আরও কয়েকজন বীর ঢোকার পর আর স্থান রইল না।

তবে সবশেষে উঠেছিল এপিয়াস।

এপিয়াস ঘোড়া নির্মাণ করেছিলেন, তিনিই ভাল করে জানতেন কিভাবে ঘোড়ার মধ্যে দরজা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়।

ঘোড়ার দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হলে, বাইরের লোকেরা শিবিরে আগুন ধরিয়ে জাহাজে পাল তুলে দিলে।

তারা যাত্রা করল নিকটবর্তী টেনিডস দ্বীপে।

যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি হোল।

সাইমনকে যেমনটি বলতে বলা হয়েছিল, সে কথাগুলি ঠিকমত সেইরকম বলেছিল। সেগুলি যে সাজানো কথা মূর্খ ট্রয়বাসীরা তা বুঝতে পারেনি।

তারা ভাবলে, তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ্।

সেদিন রাত্রিতে তাই ট্রয় নগরীর মধ্যে বিরাট ভোজের আয়োজন চলেছিল।

রাজকীয় উৎসব।

দীর্ঘ অবরোধ শেষ হয়েছে। আর তারা স্বচক্ষে দেখেছে, গ্রীকরা দেশে ফিরে চলেছে জাহাজের পাল তুলে।

প্রাচীর ভেঙে ফেলে বিরাট কাঠের ঘোড়াটাকে শহরের মধ্যে টেনে আনা হোল। তারপর সেটাকে বসানো হোল অ্যাথেনীর মন্দিরের সামনে।

BanglaBook.org

আঠার

অন্ধকার গভীর রাত্রি।

উৎসব শেষে ট্রোজানগণ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দীর্ঘকাল তারা জেগে থেকেছে।

এমন সময় অন্ধকারে গুটি গুটি কে চলে ?

লোকটা সাইমন।

চারিদিক নিস্তব্ধ। সামান্য বাতাস পর্যন্ত বইছে না।

সাইমন গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারা দেবার জন্যে যে দীর্ঘ গম্বুজ ছিল, সেই গম্বুজে উঠে পড়ল।

ভয়ে বুক কাঁপছে। ধরা পড়বে না তো ?

না, কেউ কোথাও নেই। একটা প্রহরীও তার চোখে পড়ল না।

সবাই আজ ঘুমে কাতর।

তবু চুপিসাড়ে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাইমন একটা আগুন করলে সেই দীর্ঘ অট্টালিকার ওপর।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল।

কিন্তু, কই কেউ তো জাগল না।

দীর্ঘ অট্টালিকার ওপর আগুনের লেলিহান শিখা বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।

সাইমন নেমে এলো।

পথ নির্জন। তবু সাবধানের মার নেই।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে হাজির হোলো মন্দিরের কাছে।

BanglaBook.org

আকাশে চাঁদ।

চাঁদের আলোয় ঘোড়াটা জ্বলজ্বল করছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে সাইমন একবার চারিদিক দেখে নিয়ে তিনবার শিশ্ দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার দরজা খুলে গেল আর এপিয়াস একটা মই নামিয়ে দিলে।

বীরগণ সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

তাঁদের দেহের অস্ত্রের ওপরে চাঁদের আলো পড়তেই সেগুলো চিকমিকিয়ে উঠল।

প্রত্যেক বীরের হৃদয় একবার স্পন্দিত হোল।

তাঁরা ঘুমন্ত শহরের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে অস্ত্র ধারণ করলেন।

নিদ্রিত শহরকে জয় করতে বেশী সময় লাগল না।

বীরগণ উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে নির্বিচারে লোকজন হত্যা করতে আর বাড়ি-ঘর পোড়াতে লাগলেন।

ট্রয় সৈনিকগণ সুসজ্জিত হবার আগেই জাহাজে করে ফিরে গ্রীক সৈন্য হাজারে হাজারে ট্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ট্রয় শহর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

কত যে ট্রয়বাসী নিহত হোল তার সংখ্যা নেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উনিশ

ট্রয় ধ্বংস হোল।

কিন্তু যার জন্যে এমন সুন্দর নগরী ধ্বংস হোল, সে কোথায়, সেই সুন্দরী হেলেন ?

প্যারিস মৃত।

হেলেন তাই এখন ডীকোবাস নামে এক ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন।

ওডিসিউস ও মেনেলাউস পথ চিনে চিনে সেই গৃহের সামনে হাজির হলেন।

দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দেওয়া হোল, কিন্তু ডীকোবাস দরজা খুললেন না। তিনি তখন নিদ্রিত।

ওডিসিউস ও মেনেলাউস তখন দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

দরজা ভাঙার শব্দে জেগে উঠে ডীকোবাস অস্ত্র ধারণ করলেন আর হেলেন মেনেলাউসকে দেখে একটা চিৎকার করেই পালিয়ে যেতে গেল।

ডীকোবাসের দেহে কোন বর্ম ছিল না। তার ওপর আক্রমণটা অতর্কিতে ঘটেছিল। তাই তিনি একটু অসুবিধায় পড়লেন।

কিন্তু তাহলেও তিনি খুব সাহসের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন।

অবশেষে মেনেলাউস একটা তরবারির আঘাতে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

BanglaBook.org

মেনেলাউসের হাতে তখনও রক্তাক্ত তরবারি।

হেলেনকে বধ করবার জন্যে তার দিকে ফিরলেন।

কিন্তু পারলেন না বধ করতে।

বহুদিনের হারানো স্ত্রীকে দেখে তিনি তার সব কিছু দোষ ভুলে গেলেন।

মাটিতে তরবারি ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে তার হাতটা ধরে নীরবে গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন।

হেলেনের উদ্ধার হোল।

ট্রয় ধ্বংস হোল।

ওডিসিউস ও অন্যান্য বীরগণ আবার গৃহের দিকে, তাদের প্রিয় দেশ গ্রীসের দিকে জাহাজ চালালেন।

মেনেলাউস হেলেনকে নিয়ে গেলেন স্পার্টায়। সেখানে সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

বহুদিন তাঁরা বেঁচে ছিলেন।

অ্যাগামেম্‌নন নিজের দেশে ফিরে চক্রান্তে পড়ে নিহত হলেন।

কিন্তু ওডিসিউস গেলেন কোথায়?

তিনিও জাহাজে চড়ে তাঁর দেশ ইথাকায় যাচ্ছিলেন। দেশে যাবার আনন্দে মন তার ভরপুর ছিল।

কিন্তু ঝড়ে পড়ে তাঁর জাহাজ ভিন্ন পথে চলতে লাগে আর কুড়ি বৎসর পরে অনেক বিপদ্ কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

সে কাহিনী 'ওডিসিউস' গ্রন্থে আছে।

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG